উত্তাল ভেনেজুয়েলা, নিহত কমপক্ষে ১১

সারে-জমিন

বর্ষায় ছাত্রছাত্রীদের চিন্তা বাড়ায় বাঁশের সেতু!

রূপসী বাংলা

ভাষণ দিয়ে রেকর্ড গড়লেও নেতানিয়াহুর দিন শেষ

সম্পাদকীয়

পরিবার ও সমাজে ইসলামের সাম্যনীতি

দাওয়াত

বোলার সূর্যকুমার ও রিংকুর উপর ভর করেই অবিশ্বাস্য জয়

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বৃহস্পতিবার
১ অগাস্ট, ২০২৪
১৬ শ্রাবণ ১৪৩১
২৫ মুহাররম, ১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 207 ■ Daily APONZONE ■ 1 August 2024 ■ Wednesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

কানওয়ারযাত্রা পথে আক্রান্ত গাড়িতে থাকা আরোহী

আপনজন ডেস্ক: কানওয়ার যাত্রাপথে দোকানদারদের নাম প্রদর্শন জারির বিতর্কের মধ্যে এবার হিংসার খবর মিলল। কানওয়ার যাত্রাপথে মিরাট দিল্লি এক্সপ্রেসওয়েতে এক গাড়ির আরোহীকে বেদম প্রহার করল কানওয়ার যাত্রীরা। কানওয়ার যাত্রীদের লাগার উপক্রম হওয়ায় তারা চড়াও হন গাড়ির আরোহীদের উপর। গাড়িতে চারজন থাকলেও দাড়ি টুপি ধারী মোটর ব্যবসায়ী মুহাম্মদ পারভেজ (৪৬)-কে দেখে কাওয়ার যাত্রীরা ঝাঁপিয়ে পড়ে বলে অভিযোগ। এসপি সিটি আয়ুশ বিক্রম সিং বলেছেন ,পুলিশ বিবাদ মিটিয়ে দিয়েছে। তবে তাকে মারধরের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। এ ব্যাপারে ইংরেজি নিউজ পোর্টাল দ্য ক্যুইন্ট-কে মুহাম্মদ পারভেজ বলেছেন, তার গাড়ি কানওয়ার যাত্রীদের স্পর্শ করেনি। শুধুমাত্র দাড়ি টুপি থাকার কারণেই তাদের দ্বারা তিনি আক্রান্ত হয়েছেন। এমনকী তারা লাঠি সোঁটা নিয়ে তার গাড়িও ভাঙচুর করে বলে তিনি জানান। ঘটনাটি ঘটে ২৬ জুলাই।

উত্তরবঙ্গে ফের মালগাড়ি লাইনচ্যুত, রেলের নিন্দায় মমতা

আপনজন ডেস্ক: বুধবার নিউ জলপাইগুড়ি রেল ডিভিশনের রাঙাপানি স্টেশনের কাছে একটি মালগাড়ির একটি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের (এনএফআর) এক আধিকারিক জানিয়েছেন, কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। এনএফআর-এর মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে জানিয়েছেন, মালবাহী ট্রেনের খালি পেট্রোলিয়াম ওয়াগনটি রাঙাপানি সাইডিংয়ের দিকে যাওয়ার সময় সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটে লাইনচ্যুত হয়। তিনি বলেন, এই অঞ্চলে রেল যান চলাচলে কোনও বিঘ্ন ঘটেনি। রেলকর্মীরা দ্রুত লাইনচ্যুত ওয়াগনটিকে টেনে নিয়ে রেললাইন পরিষ্কার করেন। উল্লেখ্য, এক মাস পেরতে না পেরতেই এই এলাকায় ফের মালগাড়ি লাইনচ্যুত হল। গত ১৭ জুন শিয়ালদহগামী কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের তিনটি বগি লাইনচ্যুত হয়ে মালগাড়ির ধাক্কায় ১০ জনের মৃত্যু হয়। সেই ঘটনায় প্রাণ যায় মালগাড়ির চালকেরও। সেই একই জায়গায় ফের দুর্ঘটনা ঘটায় রেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে চরম গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে।
এদিকে, এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক্স-এ বলেছেন, যা ঘটছে তা নিয়ে আমরা খুব উদ্বিগ্ন!!” তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, আজ উত্তরবঙ্গের ফাঁসিওয়া-রাঙ্গাপানি এলাকায় আরও একটি রেল দুর্ঘটনা ঘটেছে, যেখানে মাত্র ছয় সপ্তাহ আগে সবচেয়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছিল!
অন্যদিকে, মঙ্গলবার ঝাড়খণ্ডে হাওড়া-মুম্বই মেলের ১৮টি কামরা লাইনচ্যুত হয়ে মৃত্যু হয় ২ জনের। দুদিনের ব্যবধানে দু দুটি রেল দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটলেও তা নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। বরং বুধবার তিনি লোকসভায় বলেছেন, দেশীয় প্রযুক্তিতে বুলেট ট্রেন তৈরির কাজ করছে ভারত।

৪ রাজ্যে বিধানসভা ভোটে কোমর বেঁধে নামার বার্তা সোনিয়ার

আপনজন ডেস্ক: কংগ্রেস সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি বুধবার বলেছেন, নরেন্দ্র মোদি সরকার “আত্ম-বিভ্রান্তি” অব্যাহত রেখেছে। যার ফলে কোটি কোটি পরিবার “ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব এবং মূল্যবৃদ্ধিতে বিধ্বস্ত”। গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যগুলিতে বিধানসভা নির্বাচন সামনে রেখে কংগ্রেস সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন (সিপিপি) বলেছেন, জনসাধারণের সমর্থনদলের পক্ষে রয়েছে তবে লোকসভা ভোটে যে গতিবেগ এবং সদিচ্ছা তৈরি হয়েছিল তা বজায় রাখা দরকার। সংবিধান সদনের (পুরাতন সংসদ ভবন) সেন্ট্রাল হলে দলীয় সাংসদদের এক সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে সোনিয়া বলেন, মোদী সরকার লোকসভা নির্বাচনে তার “উল্লেখযোগ্য পতন” থেকে শিক্ষা নিতে অস্বীকার করেছে এবং সম্প্রদায়গুলিকে বিভক্ত করার এবং ভয় ও শত্রুতার পরিবেশ ছড়িয়ে দেওয়ার নীতিতে অবিচল রয়েছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের কার্যক্রমে আমলাতন্ত্রকে কীভাবে অংশ নিতে দেওয়া হয়েছে, তাও উল্লেখ করেন সিপিপি নেতা। তিনি বলেন, আরএসএস নিজেকে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন বলে দাবি করে, কিন্তু সারা বিশ্ব জানে যে এটি বিজেপির রাজনৈতিক ও আদর্শিক ভিত্তি। চার রাজ্যের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে সোনিয়া দলীয় সহকর্মীদের বলেন, আত্মতুষ্টিতে বা অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হওয়া উচিত নয় এবং ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করা উচিত। আমি সাহস করে বলতে পারি, লোকসভা নির্বাচনে আমরা যে প্রবণতা দেখেছি, তার প্রতিফলন ঘটলে জাতীয় রাজনীতিতে আমূল পরিবর্তন আসবে। কংগ্রেস সংসদীয় দলের চেয়ারপারসন তাঁর ভাষণে বলেন, কয়েক মাসের মধ্যেই চার রাজ্যের ভোট। লোকসভা ভোটের সাফল্য ধরে রাখতে পারলে আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী।

রাহুলের জাত প্রসঙ্গ তোলায় মোদির বিরুদ্ধে অধিকার ভঙ্গের নোটিশ কংগ্রেসের

আপনজন ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে লোকসভার অধিকারভঙ্গের অভিযোগ আনল কংগ্রেস। বুধবার দলের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অধিকারভঙ্গের নোটিশ জমা দেওয়া হয়েছে। সেই নোটিশ লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা খতিয়ে দেখবেন।
বাজেট-বিতর্কে অংশ নিয়ে গতকাল মঙ্গলবার লোকসভার বিরোধী নেতা রাহুল গান্ধি জাতগণনার ওপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, বিজেপির তৈরি চক্রব্যূহে পিষে মরছে দেশের অভিমন্যুরা, যারা দলিত, অনগ্রসর, আদিবাসী, তফসিলভুক্ত সাধারণ মানুষ। রাহুলের ভাষণের রেশ ধরে বিজেপির সংসদ সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর তাঁর বক্তৃতায় রাহুলের উদ্দেশে বলেছিলেন, যাঁর জাতের ঠিক নেই, তিনি এখন জাতগণনার কথা বলছেন। কংগ্রেস থেকে অনুরাগ ঠাকুরের ওই মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করা হয়। সেই সময় সভা পরিচালনা করছিলেন বিজেপি সদস্য জগদম্বিকা পাল। বিরোধীদের বিরোধিতার মুখে তিনি জানিয়েছিলেন, অসংসদীয় মন্তব্য করা হয়ে থাকলে তা সভার কার্যবিবরণী থেকে বাদ দেওয়া হবে। বুধবার অনুরাগ ঠাকুরের পুরো ভাষণ তুলে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদি ‘এক্স’ হ্যান্ডলে লেখেন, ‘আমার তরুণ ও উদ্যমী এই সহকর্মীর ভাষণ সবার অবশ্যই শোনা উচিত। তথ্য ও হাস্যরস মেশানো এই ভাষণ ইন্ডি জোটের স্বরূপ প্রকাশ করেছে।’
কংগ্রেস নেতা ও পাঞ্জাবের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী চিরণজিৎ সিং চান্নি প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অধিকারভঙ্গের নোটিশ জারি করেন। নোটিশে তিনি লেখেন, সভার কার্যবিবরণী থেকে বাদ যাওয়া অংশও প্রধানমন্ত্রী মোদি তাঁর ক্লিপিংয়ে জুড়ে দিয়েছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অসম্পাদিত ভাষণ পুরোটাই তুলে দিয়ে তিনি সভার অধিকার ভঙ্গ করেছেন। গত বছর বাজেট অধিবেশনেও এমন ধরনের বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী মোদি নিজেই বলেছিলেন, ‘নেহরুর পরিবারের উত্তরসূরিরা কেন তাঁর পদবি ব্যবহার করেন না, বুঝি না।’
মোদির ওই মন্তব্য ঘিরেও বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধে অধিকারভঙ্গের নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। যদিও তা গ্রাহ্য হয়নি। এবার কী হবে, তা নিয়ে জল্পনা অব্যাহত। অনুরাগ ঠাকুর অবশ্য বলেছেন, জাতগণনার দাবি নিয়ে মন্তব্য করার সময় তিনি কারও (রাহুলের) নাম উল্লেখ করেননি। তবে অনুরাগ পৌনে এক ঘণ্টার ভাষণে বহুবারই রাহুলের নাম উচ্চারণ করেছিলেন। যদিও জাত-সম্পর্কিত মন্তব্য রাহুলের উদ্দেশে করা হলেও তিনি রাহুলের নাম নেননি। যদিও কংগ্রেসসহ বিরোধীদের আপত্তির কারণে আপত্তিকর অংশ কার্যবিবরণী থেকে বাদ দেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন সভাধ্যক্ষ। কংগ্রেসের দাবি, অনুরাগের ভাষণের বাদ যাওয়া অংশ প্রধানমন্ত্রী তুলে দিয়েছেন তাঁর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অ্যাকাউন্টে। এটাই অধিকারভঙ্গের শামিল। বিতর্ক চলাকালে রাহুল অবশ্য বলেছিলেন, অনুরাগ ঠাকুর তাঁকে অপমান ও অসম্মান করলেও তিনি তাঁকে ক্ষমা চাইতে বলবেন না। এ দেশের গরিব, অনগ্রসর, বঞ্চিতদের জন্য যারাই সরব, প্রত্যেককে গালি শুনতে হয়।

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
চণ্ডীপুর মোড় ■ বিড়লাপুর রোড ■ কলকাতা-৭০০১৩৭
https://bbinursing.com
Project of Amanat Foundation
ছেলেদের জন্য

আশশিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা
https://ashsheefahospital.com
Project of AshSheefa Group
মেয়েদের জন্য

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০+ বেডের নিজস্ব হাসপাতালে এবং অতিরিক্ত আরও ২ টি ১০০+ বেডের হাসপাতালে (আরতি ও ইউনিপন) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- মেয়েদের জন্য হসপিটাল ক্যাম্পাসে নার্সিং স্কুল ও হোস্টেল এর সুযোগ।
- ছেলেদের পৃথক হোস্টেল।
- ভর্তির যোগ্যতা: সায়েন্স/আর্টস/কমার্স) যেকোনও শাখায় HS এ 40% মার্কস।

HS পাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

GNM
(3Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
MBBS, MD, Dip. Card
(Director)

মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান
ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান

যোগাযোগ
6295 122937 / 93301 26912
9732 589 556

প্রথম নজর

হাইকোর্টের নির্দেশে ভাঙা হল অবৈধ প্রাচীর

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদ পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের নবাব বাহাদুর'স ইনস্টিটিউশন স্কুলের পাশে পুরসভার রাস্তা দখল করে অবৈধভাবে প্রাচীর নির্মাণ করেছিল সেলিম সেখ ও আসলাম সেখ নামে দুই ভাই। প্রায় ২৫ বছর ধরে সেই জায়গা দখল করে রেখেছিল তারা। তার প্রতিবেশী রুস্তম আলী রাস্তা সংকীর্ণ হওয়ায় নিম্ন আদালতে মামলা করে। নিম্ন আদালত পুরসভাকে নির্দেশ দেয় সমাধান সূত্র বের করার। নিম্ন আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে উচ্চ আদালতে যায় দুই ভাই। গত এপ্রিল মাসে হাইকোর্ট মুর্শিদাবাদ পুরসভাকে নির্দেশ দেয় ওই প্রাচীর ভেঙে ফেলার জন্য। দখলদার দুই ভাই সেলিম শেখ ও আসলাম শেখকে নির্মাণ সরিয়ে নিতে নোটিশ দেয় মুর্শিদাবাদ পুরসভা। যদিও দুই ভাইয়ের দাবি, 'তাদের কোন নোটিশ দেওয়া হয়নি। নোটিশ ছাড়াই তাদের নির্মাণ ভেঙেছে পুরসভা।' এ বিষয়ে পুরপ্রধান ইন্দ্রজিৎ ধর বলেন, 'অবৈধ নির্মাণ সরিয়ে নিতে পুরসভা মেমো নম্বর ধরে তাদের বহুবার নোটিশ করে। তাদের কোন প্রতিক্রিয়া না পাওয়ায় চার মাস পর সেই অবৈধ নির্মাণ ভাঙ্গা হল।'

বিশ্বভারতী ছাত্রের জলে ডুবে মৃত্যু

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বিশ্বভারতী সংগীত ভবনের ছাত্র মহাদেব হাজরা (২৫) বাড়ি কালীমোহন পল্লী বোলপুর গতকাল থেকে নিখোঁজ ছিলেন। ওই ছাত্রের কোন খোঁজ খবর পাওয়া যাচ্ছিল না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর আজ জানা যায় যে গতকাল পাড়ার এক বৃদ্ধা মৃত্যুতে তার শেষ কাজ সম্পন্ন করতে ওই ছাত্র গিয়েছিল বন্ধুদের সাথে। বৃদ্ধার শেষ কাজ সম্পন্ন করে সকলেই বাড়ি ফিরে যায়। তারপর থেকেই ওই ছাত্রের কোন খোঁজ খবর পাওয়া যাচ্ছিল না। পুলিশকে খবর দেওয়া হয় যে ওই ছাত্রকে পাওয়া যাচ্ছে না। পুলিশ খোঁজখবর শুরু করেন।পরে জানা যায় যে অস্থি বিসর্জন করতে এসে নদীর জলে ডুবে যায় এবং সেখানেই তার মৃত্যু হয়।

মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের বার্ষিক সাধারণ সভা

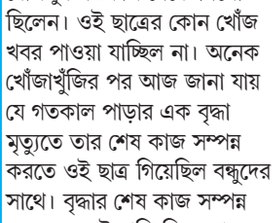

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের প্রধান কার্যালয় সল্টলেকের মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ভবনে বুধবার অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সাধারণ বার্ষিক সভা। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাসা শিক্ষা অধিকর্তা আবিদ হোসেন, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি ডঃ চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য, মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গাঙ্গুলী, মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের সচিব সেখ আব্দুল মান্নাফ আলি, বোর্ডর সদস্য একেএম ফারহাদ, উপসচিব সাবানা সামিম,ডঃ আজিজার রহমান সহ বোর্ডের সদস্য সদস্যারা।

হাওড়া-মুম্বই ট্রেনে দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাঁচ পরিযায়ী শ্রমিকের

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: মঙ্গলবার ঝাড়খণ্ডের চক্রধরপুরের কাছে মুম্বই গামী হাওড়া-সিটিএমটি এক্সপ্রেসের ১৮ টি কামরা লাইনচ্যুত হয়ে দুর্ঘটনা কবলে পড়ে। সেক্ষেত্রে বেশ কয়েকজন যাত্রী জখম হওয়ার পাশাপাশি যাত্রীদের মৃত্যুর খবরও পাওয়া গেছে। রেল দুর্ঘটনার খবর সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। যা শুনে উক্ত ট্রেনের মধ্যে থাকা যাত্রীদের পরিজনদের মধ্যে শুরু হয় আতঙ্ক। দুর্ঘটনা গ্রস্ত ট্রেনটির মধ্যে অন্যান্যদের পাশাপাশি বীরভূমের রাজনগরের পাঁচ যুবকও দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। তাদের বাড়ি রাজনগর ব্লকের বড়বাজার তেঁতুলতলা গ্রামের চার যুবক এবং আড়ালি গ্রামের এক যুবক ছিল। একই সঙ্গে তারা ট্রেনে করে নাগপুরে একটি কোম্পানির কাজে যাচ্ছিলেন। রাজনগরের বড়বাজারের তেঁতুলতলা গ্রামের সেখ রাজু, সেখ সোহেল, সেখ সিয়ারুল ও সেখ এজাজুল এবং আড়ালি গ্রামের সেখ লাল মহম্মদ ওরফে লাল্টু। ট্রেন দুর্ঘটনার কবলে পড়ে এক আধটু আঘাত লাগলেও প্রাণে বাঁচেন ওই পাঁচ যুবক। ঘটনাস্থলে নিজেদের টাকা পয়সা খুইয়ে বহু কষ্টে সেখান থেকে বুধবার দুপুরে রাজনগরের বাড়ি ফিরলেন তাঁরা। ফিরে এসে তারা নিজেদের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা জানালেন। ওই যুবকদের আতঙ্কিত পরিবারের লোকজনও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন নিজেদের বাড়ির ছেলে বাড়িতে ফিরে আসায়।

নিত্যযাত্রীদের অবরোধ, ডায়মন্ড-শিয়ালদহ লোকাল দীর্ঘক্ষণ বন্ধ

আসিফা লস্কর ও বাইজিদ মণ্ডল ● ডায়মন্ড হারবার

আপনজন: প্রায় সময় অফিসে গিয়ে শুনতে হচ্ছে বসের বকাঝকা এমনকি কর্মক্ষেত্রে গিয়েও কর্মচারীদের শুনতে হচ্ছে নানান কটু কথা। প্রত্যেকদিন তো একই অজুহাত দেয়া যায় না যে ট্রেন দেরিতে এসেছে। একই অজু হাতও কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু সপ্তাহের বেশিরভাগ সময়ই স্বাভাবিকের থেকে ৩০ মিনিট থেকে ৪০ মিনিট ট্রেন দেরিতেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছাচ্ছে। এর ফলে সমস্যার মধ্যে পড়েছে নিত্যযাত্রীরা। রেল প্রশাসনকে জানিও কোনরকম কাজ হয়নি এবার বাধ্য হয়েই সপ্তাহের তৃতীয় দিনে কার্যত ভোর থেকে রেল অবরোধে নেমে পড়েছে নিত্যযাত্রীরা। এর ফলে বুধবার ভোর থেকে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ডায়মন্ড হারবার লোকাল ভোর থেকেই বন্ধ। অবরোধের জেরে কার্যত ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে রয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বুধবার ভোর পাঁচটা চল্লিশ মিনিট নাগাদ থেকে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখা ডায়মন্ডহারবার রেলস্টেশনে নিত্যযাত্রীরা রেল অবরোধে সামিল হন। অবরোধকারীদের দাবি নির্ধারিত সময়ে ট্রেন চলাচল যেন করে। মূলত অবরোধকারীরা জানান যে এই অবরোধ কর্মসূচি বারোটা পর্যন্ত চলবে। এই অবরোধের কথা শুনে ঘটনাস্থলে আছে রেলের আধিকারিকেরা রেলের আধিকারিকদের সাথে বেশ কয়েক দফা কথা হয় অবরোধকারীদের। কিন্তু নিজেদের দাবিতে অনর থাকে অবরোধকারীরা। অবরোধকারীদের দাবি যে সঠিক টাইমে চলুক ট্রেন।এর দু'দিন আগেই ডায়মন্ড হারবার লোকালে ধোঁয়া দেখা গিয়েছিল। যার জেরে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন যাত্রীরা। সেই ঘটনাটি ঘটেছিল সুভাষগ্রাম স্টেশনে। দেখা যায়, কামরার নীচে চাকার কাছে আগুনের ফুলকি বেরোচ্ছে। পরে অবশ্য সেই নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়। সেই ট্রেনটি ফের গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল। জানা যায়, গত ২৮ জুলাই আপ ডায়মন্ডজ হারবার লোকল তখন সুভাষগ্রাম স্টেশনে ঢুকছিল। তখন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রীরাই ট্রেনের নীচে ফুলকি দেখতে পান। এরপর ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায়। এর জেরে যাত্রীরা স্বভাবতই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।

চুঁচুড়া সদর হাসপাতালে ২০ দিন ভর্তি থেকেও হল না গৃহবধূর হাত ভাঙার অপারেশন

জিয়াউল হক ● চুঁচুড়া

আপনজন: হাত ভেঙ্গে কুড়ি দিন ধরে ভর্তি হাসপাতালে ,কুড়ি দিন পরেও হলো না অপারেশন , এমনই অভিযোগ হুগলী চুঁচুড়া সদর ইমামবাড়া হাসপাতালের বিরুদ্ধে, হুগলির বলাগড়ের পাঁচপাড়ার বাসিন্দা জাহানারা বিবি আজ থেকে কুড়ি দিন আগে পড়ে গিয়ে তার হাত ভেঙে যায়, চুঁচুড়া হাসপাতালে নিয়ে এলে বলা হয় প্লাস্টার করলে হবে না 'তার হাতে প্লেট বসাতে হবে, রীতিমতো স্বামী মঈনুদ্দিন ও তার ছেলে চুঁচুড়া হাসপাতালের ১১ নম্বর ঘরে তাদের স্বাস্থ্যসাথী কার্ড জমা করেন, স্বাস্থ্য সাথী কার্ড জমা হতেই সেখান থেকে টাকা কেটে তাদেরকে একটি কাগজ ধরিয়ে বলা হয় ন্যায্য মূল্যের ঔষধের দোকান থেকে সেই জিনিসগুলোই আনতে। রীতিমতো তড়িঘড়ি মইনুদ্দিন সেখানে যাবার পর তাকে বেশ কিছুক্ষণ বসিয়ে রেখে বলা হয় এই জিনিসগুলি পাওয়া যাবে না দুদিন পরে আসতে, মইনুদ্দিন এর কথা অনুযায়ী সেখান থেকে তিনি সোজা

চলে আসেন হাসপাতাল সুপার এর কাছে, হাসপাতাল সুপার জানান যেহেতু এই সমস্ত জিনিস এখন পাওয়া যাচ্ছে না তাহলে কয়েকটা দিন অপেক্ষা করে নিন, বেশ কয়েকদিন অপেক্ষা করার পর আবারো সেই একই কথা শুনতে হয় তাদের, আজ সকাল বেলা হাত ভাঙ্গা রোগীর কেন চিকিৎসা হচ্ছে না জানতে কলকাতা মিররের টিম পৌঁছায় চুঁচুড়া হাসপাতালে, সেখানে গিয়ে ন্যায্য মূল্যের ঔষধের দোকানে কথা বলতেই চক্ষু চরক গাছ হয়ে যায়, ন্যায্য মূল্যের দোকানের ইনচার্জ জানিয়ে দেন আজ থেকে দেড় মাস আগেই হাসপাতালে সাথে আমাদের ক্রেডিট কন্ট্রাক্ট শেষ হয়ে গেছে, তাই আমরা হাসপাতালের ক্রেডিটে কোন জিনিস দিতে পারবো না , তাকে যখন প্রশ্ন করা হয় ক্রেডিট কন্টাক্ট শেষ হয়ে গেছে সেটা কি হাসপাতাল জানে, তিনি জানান অবশ্যই জানেন হাসপাতাল জানে এবং স্বাস্থ্য দপ্তরও জানে, এখন প্রশ্ন থেকে যাচ্ছি একটাই যদি হাসপাতাল জানে ঔষধের দোকানও জানে যে এইসব জিনিস দেওয়া যাবে না, তাহলে কেন কুড়ি দিন ধরে স্বাস্থ্য সাথী টাকা কেটে নিয়ে তাদেরকে ঘোরানো হচ্ছে, কেন জাহানারা বিবির মত মানুষ হাত ভাঙ্গা নিয়ে কুড়ি দিন বিনা চিকিৎসায় ঘুরে বেড়াবে হাসপাতালের এদিক ওদিক, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্প স্বাস্থ্য সাথী আর সেই স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে দেখা যাচ্ছেন নড়বড়ে ব্যাবস্থা, যদি জানাই ছিল এই জিনিসগুলো ক্রেডিটে দেওয়া যাবে না বা স্বাস্থ্য সাথী তে চিকিৎসা হবে না, তাহলে কেনই বা তাকে কুড়ি দিন ধরে এইভাবে অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলে রাখা হলো, যদিও এ প্রশ্নের উত্তর দিতে একদমই নারাজ জেলা স্বাস্থ্য অধিকারীক, তিনি বলেন আমি অবশ্যই তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করব আগে, অবশ্য তাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় স্বাস্থ্য সাথীর কার্ডের নিয়মটা তাহলে কি তিনি বলেন এ বিষয়ে আমার জানা নেই, তিনি হয়তো ভুলে গেছেন তিনি জেলা স্বাস্থ্যর মুখ্য আধিকারিক, তিনি বলছেন তিনি স্বাস্থ্য সাথী বিষয়ে কিছু জানেন না।

আদিবাসী সেঙ্গল অভিযানের আদিবাসী অধিকার রক্ষার দাবি

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সেল সম্প্রতি এক প্রতিবাদ ও প্রদর্শনের আয়োজন করেছে আদিবাসী গ্রাম সমাজের আইনি ও সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে।
রাষ্ট্রপতি শ্রীমতি দ্রৌপদী মুর্মুর নিকট আবেদন জানানো হয়েছে যেন আদিবাসী গ্রাম সমাজে সংবিধান, আইন ও গণতন্ত্রের পূর্ণ লাঘু করা হয়। ইসলামপুর মহকুমা সভাপতি বাবু রাম কিসকু জানান, আদিবাসী গ্রাম সমাজে আইনি ও সাংবিধানিক অধিকারগুলির যথাযথ প্রয়োগ নেই। তাদের দাবি অনুসারে কিছু সমস্যার উল্লেখ করা হয়েছে: প্রতিনিধিত্বহীনতা, অবৈধ নিয়োগ ও প্রশাসন, নারী বিরোধী মানসিকতা, ভোট কারচুপি এবং সমাজিক বঞ্চনা।
উত্তর দিনাজপুর জেলা আদিবাসী

সিঙ্গেল অভিযানের সভাপতি শুকলাল সরেন জানান, বহু এলাকায় আদিবাসী গ্রামবাসীরা নিজস্ব সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ঐতিহ্য রক্ষায় কঠোর সংগ্রাম করছে। তবে স্থানীয় প্রশাসনের অপশাসনে এই আন্দোলনগুলো প্রায়শই ব্যর্থ হচ্ছে।
এই পরিস্থিতির উত্তরণের জন্য আদিবাসী সেল কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের প্রস্তাব দিয়েছে: আইনি ও সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, নারীর প্রতি সম্মান, স্বচ্ছ নির্বাচন, এবং শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি। আদিবাসী সেলের এই প্রতিবাদ ও আন্দোলন আদিবাসী অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। তাদের এই সংগ্রাম আগামীতে আদিবাসী সমাজের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশাবাদী।

পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে লিচু বাগানে বসানো টিউবওয়েলে ঝুলছে তালা

হাসান সেখ ● বহরমপুর

আপনজন: পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে লিচু বাগানে বসানো হয়েছে টিউবওয়েল, আর সেই সরকারি টিউবওয়েলে ঝুলানো হয়েছে তালা। ঘটনাটি মুর্শিদাবাদ জেলার সামসেরগঞ্জের প্রতাবগঞ্জ পঞ্চায়েতের জয়কৃষ্ণপুর বাগান এলাকায়।স্থানীয়দের অভিযোগ প্রায় সাতদিন আগে করা হয়।
টিউবওয়েলটি'তে লাগানো হয়েছে তালা, অভিযোগ ওই এলাকারই এক বৃত্ত শালী ব্যক্তিকেই দেওয়া হয়েছে টিউবওয়েল, সেই বৃদ্ধ শালী ব্যক্তির একটি বাগানেই করা হয়েছে টিউবওয়েল, প্রতাপগঞ্জ পঞ্চায়েত এলাকায় বহু পরিবার রয়েছে যারা টিউবওয়েল পাওয়ার যোগ্য, কিন্তু এক বৃত্তশালীর বাগানে টিউবওয়েল বসানো হয়েছে।।
আর সেই টিউবওয়েলে তালা মেরে

রাখায় বেজায় ক্ষুব্ধ ওই এলাকার স্থানীয়রা। এক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন এই টিউবওয়েল টি সঠিক জায়গায় দেওয়া হয়নি ,তালা মারা রয়েছে। আমাদের দাবি সঠিক জায়গায় বসানো হয় এবং তালা লাগানো না থাকে ইস্কুলের ছাত্রছাত্রীরা রাস্তা দিয়ে যাতায়াতের সময় টিউটোরিয়াল টি থেকে জল পান করতে পারে।
পুরো বিষয়টি নিয়ে প্রতাপগঞ্জ পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মোঃ হাসনাত বলেন বিষয়টি আমার জানা ছিল না যদি তালা লাগানো থাকে অবশ্যই আমরা তালা খোলানোর ব্যবস্থা করছি , কোনো বিত্তশালী ব্যক্তিকে দেওয়া হয়নি, একটি রাস্তার ধারে ফাঁকা মাঠে পথ চলতি মানুষ এবং যারা মাঠে-ঘাটে বিভিন্ন কাজে যায় তাদের উদ্দেশ্যে দেওয়া সাধারণ মানুষের কাজে লাগে। আপনারা বললেন আমরা পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছি।

বর্ষায় ছাত্রছাত্রীদের চিন্তা বাড়ায় বাঁশের সেতু!

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: বর্ষা এলেই চিন্তা বাড়ায় বাঁশের সেতু। স্কুল, হাসপাতাল সহ নানা কাজের জন্য সাঁকো দিয়েই নিত্য যাতায়াত প্রায় তিন হাজার গ্রামবাসীর। তবে বর্ষা

কালিয়াচকের দক্ষিণ চণ্ডীপুর

এলেই সাঁকো নিয়ে দুর্ভোগ বাড়ে। সাকো ভেঙে পড়ে নদীতে। এবছরও তার ব্যতিক্রমী হয়নি। মাঝ বরাবর হুড়মুড়িয়ে ভেঙ্গে পড়েছে এই বাঁশের সেতু। ফলে একপ্রকার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন মালদাহের কালিয়াচক ২ নম্বর ব্লকের দক্ষিণ চণ্ডীপুর গ্রামের মানুষদের। তবে বাঁশের সেতু ভেঙে পড়ায় সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে

নৌকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রাণ ঝুঁকি জেনেও ভরা বর্ষায় ভাগিরথী নদী দিয়ে নৌকা করে যাতায়াত করছেন গ্রামবাসীরা। প্রয়োজনীয় কাজে গ্রামবাসীরা নৌকা করে পারাপার করলেও ছোট ছোট পড়ুয়ারা, নৌকা করে স্কুলে যেতে ভয় পাচ্ছেন। গ্রামবাসীরা জানান, ওইপারে রয়েছে বাঙ্গিটোলা গ্রামীণ হাসপাতাল এবং বালুয়াচড়া হাই স্কুল। ফলে হাসপাতাল কিংবা স্কুলে যেতে হলে তারা এই সেতু দিয়ে যাতায়াত করতেন। এছাড়াও নিত্য প্রয়োজনীয় কাজেও এই সেতু দিয়ে তাদের যেতে হয়। তাই ভাগীরথী নদীর উপর পাকা সেতু নির্মাণের দাবি প্রায় কুড়ি থেকে ত্রিশ বছরের। ভোট আসলে প্রতিশ্রুতি মিলে। কিন্তু বাঁশের সেতু এখনো পাকা হয়নি । গত ১০ থেকে ১২ দিন হল এই বাঁশের সেতু ভেঙে পড়েছে । ফলে সমস্যায় পড়েছেন গ্রামবাসীরা। পঞ্চায়েত থেকে নৌকার ব্যবস্থা করা হয়েছে সেটা দিয়েই আপাতত যাতায়াত করছেন গ্রামবাসীরা।
এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট রথবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সামসুন নেহার, জানান সেতু নির্মাণ করার জন্য বরাদ্দ টাকা পঞ্চায়েতে নেই। সংশ্লিষ্ট বিধানসভার বিধায়ক তথা মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। বাঁশের সাঁকো ভেঙে যাওয়াই আপাতত পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে নৌকার ব্যবস্থা করা হয়েছে।ওই এলাকায় পাকা সেতুর দাবি দীর্ঘ কয়েক বছরের।তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রীরা আছেন। এরা জনসাধারণের কোন কাজ করে না। ভোটের সময় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় । কিন্তু ভোট শেষ হলে কাজ করে না। কটাক্ষ বিজেপি নেতা অম্লান ভাদুরির।

ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: জিয়াগঞ্জে ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধের। পুলিশ জানিয়েছে মৃতের নাম রবি মন্ডল (৭০), তার বাড়ি জিয়াগঞ্জ থানার কদমপুর চাইপাড়া এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, বুধবার সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ জিয়াগঞ্জ রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায় রেললাইন পারাপার হওয়ার সময় ১৩১৯৬ ডাউন লালগোলা-শিয়ালদহ মেমু ট্রেনে কাটা পড়ে ওই বৃদ্ধ। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বহরমপুর জিআরপি থানার পুলিশ।

রেস্তোরাঁ কর্মীর ঘর থেকে এক প্রবাসী যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদীয়ায় এক রেস্টুরেন্টের কর্মীর ঘরের ভেতর থেকে এক প্রবাসী যুবকের পচা গলা মৃত উদ্ধার কল্যাণীর হরিণঘাটা থানার অন্তর্গত নগরউখড়া দুনম্বর পঞ্চায়েতের সিঙ্গা মাঠপাড়া এলাকায়। জানা গেছে, মৃত যুবকের নাম হরষিত মণ্ডল।বয়স ২২ বছর।পেশায় কজ জন রেস্টুরেন্টের কর্মী।
প্রতিবেশীদের দাবি, বুধবার সকালে তারা দুর্গন্ধ পান এরপর খবর দেন পুলিশকে,যদিও দ্রুত ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে ঘরের দরজা খুলতেই দেখে ওই যুবক ফ্যানের সাথে গলাই গামছা বেঁধে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে।তবে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান বেশ কয়েকদিন আগে ওই যুবক নিজে থেকেই আত্মহত্যা করেছে, যার কারণে দেহতে পচন ধরেছে। যদিও মৃতদেহ উদ্ধার করতে অনেকটাই বেগ পেতে হয় পুলিশকে। অন্যদিকে ওই যুবকের মৃত্যুর পেছনে রয়েছে কি কোন রহস্য, নাকি নিছক নিজে থেকেই আত্মহত্যা করল যুবক, তার তদন্তে একদিকে যেমন হরিণঘাটা থানার পুলিশ,অন্যদিকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তে জন্য পাঠিয়েছে।

ডেঙ্গু রুখতে হাওড়া পুরসভা ড্রেনে ছাড়বে গাপ্পি মাছ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: ডেঙ্গু রুখতে হাওড়া পুরসভা এলাকায় ড্রেনে ছাড়া হবে গাপ্পি মাছ। মশার বংশবৃদ্ধি ঠেকাতে এই উদ্যোগ নিয়েছে পুর কর্তৃপক্ষ। বুধবার সকালে পুরসভার তরফ থেকে প্রথম দফায় প্রায় সাড়ে ১২ লক্ষ গাপ্পি মাছ তুলে দেওয়া হয় বিভিন্ন ওয়ার্ডের স্বাস্থ্য কর্মীদের হাতে। এরা নিজ নিজ ওয়ার্ডের জমা জলে ও ড্রেনে এই গাপ্পি মাছ ছাড়ার কাজ করবেন। বুধবার সকালে পুরসভার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এই কর্মসূচির সূচনা করেন মুখ্য প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন পুর কমিশনার, অন্যান্য কর্মকর্তারা সহ স্বাস্থ্য বিভাগের আধিকারিকরাও। ডা: সুজয় চক্রবর্তী বলেন, প্রতি বছরের মতো এটা একটা ডেঙ্গু প্রতিরোধ অভিযানের একটা ক্যাম্প। প্রতি বছরই নর্দমায় গাপ্পি মাছ ছাড়া হয়। এই বছর প্রথম ফেজে প্রায় সাড়ে ১২ লক্ষ গাপ্পি মাছ ছাড়া হবে। এর উদ্বোধন হল এদিন। দ্বিতীয় ফেজে আগামী সেপ্টেম্বর মাসে আরও কয়েক লক্ষ গাপ্পি মাছ ছাড়া হবে। ডেঙ্গু কেস এবার এখনও পর্যন্ত কম। তবে আত্মতুষ্টির জায়গা নেই।

জল প্রকল্পের জন্য বড় ফাটল বিদ্যাধরী সেতুতে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: বিদ্যাধরী নদীর তলদেশ দিয়ে জল প্রকল্পের কাজ করতে গিয়ে বিপত্তি ফাটল সেতুতে আতঙ্ক এলাকায়। উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া বিদ্যাধরী সেতুর ঘটনা। এলাকার একমাত্র যোগাযোগকারী বিদ্যাধরী নদীর এপার থেকে ওপারে জল জীবন মিশন প্রকল্পে পাইপ লাইনের জন্য বোরিং মেশিন দিয়ে কাজ শুরু হয়েছে দুমাস আগে। অভিযোগ বোরিং করতে গিয়ে ব্রীজের দেড়শো মিটার এলাকা জুড়ে ফাটল দেখা দেয়,আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়। স্থানীয়দের অভিযোগ গুরুত্বপূর্ণ ব্রীজের ফাটল বোজাতে তড়িঘড়ি বালি ফেলে বোজানো হয়েছে, সিমেন্টের প্রলেপ দিয়ে ফাটল ঢাকার চেষ্টা হচ্ছে ফাটল। ব্যবসায়ী থেকে সাধারণ মানুষের দাবি এইভাবে সিমেন্টের প্রলেপ দিয়ে যেকোনো সময় ভেঙে পড়তে পারে বিদ্যাধরীর ব্রিজের এক অংশ। ফলে আতঙ্কে রয়েছে এলাকার ব্যবসায়ী থেকে সাধারণ মানুষ। নির্মাণকারী সংস্থা সূত্রে জানা যায় প্রায় ৩৮০ ফুট লম্বা ৪২ ইঞ্চি চওড়া এই দীর্ঘ বোরিং এর কাজ চলছিল। কাজ চলাকালীন হঠাৎই ফাটল ধরে বিপত্তি। স্থানীয় বাসিন্দা প্রবীর সাহা জানান, যে কোন মুহূর্তে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। গোটা সেতুটি ধসে পড়তে পারে। স্থানীয় বিডিওকে গোটা বিষয়টি জানানো হয়েছে। ফাটল কোন ভাবে বালি আর সিমেন্ট দিয়ে যে এই কাজের কন্টাক নিয়েছেন তিনি বোঝানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু এই প্রক্রিয়া যে মজবুত হবে তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে সকলের। ফলে স্থানীয় মানুষজন এবং ব্যবসায়ীরা খুব আতঙ্কিত।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

জয়নগর পুলিশ ধরল জুয়া ও সাট্টার পাণ্ডাকে

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: জয়নগর থানার পুলিশের তৎপরতায় জয়নগর থানা এলাকায় জুয়া সাট্টা সহ বেআইনি কার্যকলাপ বন্ধ করতে অভিযান চালানো হচ্ছে।আর গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার রাতে জয়নগর থানার পুলিশের বিশেষ টিম জয়নগর থানার দক্ষিন বারাশত বাজার এলাকা থেকে জুয়া সাট্টা সহ বেআইনি কার্যকলাপে যুক্ত থাকার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে।ধৃত ব্যাক্তির নাম অজয় মন্ডল, বাড়ি জয়নগর থানার দক্ষিন বারাশত গ্রাম পঞ্চায়েতের উওর খাটসারা গ্রামে।

প্রথম নজর

ইসরায়েলি হামলায় আলজাজিরার দুজন সাংবাদিক নিহত

আপনজন ডেস্ক: গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি বিমান হামলায় আলজাজিরা আরবির সাংবাদিক ইসমাইল আল-ঘৌল ও ক্যামেরাম্যান রামি আল-রেফি নিহত হয়েছেন। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, গাজা সিটির পশ্চিমে শাতি শরণার্থী শিবিরে বুধবার তাদের গাড়ি লক্ষ্য করে এ হামলা হয়। কাতারভিত্তিক গণমাধ্যমটির প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, তেহরানে স্থানীয় সময় বুধবার ভোরে নিহত হামাসের রাজনৈতিক নেতা ইসমাইল হানিয়ার গাজার বাড়ির কাছাকাছি থেকে প্রতিবেদন করতে তারা ওই এলাকায় ছিলেন। আলজাজিরার আনাস আল-শরিফ গাজা থেকে জানান, তার দুই সহকর্মীর মৃতদেহ হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, 'ইসমাইল বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনি ও আহতদের কষ্ট এবং গাজার নিরীহ জনগণের বিরুদ্ধে (ইসরায়েলের) দখলদারদের সংঘটিত গণহত্যার কথা জানাচ্ছিলেন। কোনো শব্দ দিয়ে অনুভূতি বা যা ঘটেছে তা বর্ণনা করা যায় না।'

আলজাজিরা আরবির ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মোহাম্মদ মোওয়াদ বলেছেন, তার কর্মীদের লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছে।

কারণ তারা 'সাহসের সঙ্গে উত্তর গাজার ঘটনাগুলো জানাচ্ছিলেন'। তিনি এক্সে লিখেছেন, 'ইসমাইল না থাকলে বিশ্ব এই গণহত্যার ধ্বংসাত্মক চিত্রগুলো দেখতে পেত না। নিরলসভাবে ঘটনাগুলো কভার করেছেন এবং আলজাজিরার মাধ্যমে গাজার বাস্তবতা বিশ্বের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। তার কণ্ঠ এখন স্তব্ধ হয়ে গেছে। বিশ্বের কাছে তার আর কোনো আহ্বানের দরকার নেই।'

আলজাজিরা বলেছে, ইসমাইল তার পেশাদারি ও উৎসর্গের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। গাজায়, বিশেষ করে আল-শিফা হাসপাতাল ও উত্তরের আশপাশে সংঘটিত দুর্ভোগ ও নৃশংসতার প্রতি বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন এই সাংবাদিক।

ড্রোন হামলায় বেঁচে গেলেন সুদানের সামরিক নেতা, নিহত ৫

আপনজন ডেস্ক: সুদানের সামরিক নেতা জেনারেল আবদেল ফাত্তাহ আল-বুরহান বুধবার এক হত্যাচেষ্টা থেকে বেঁচে গেছেন। তবে এ সময় অন্য পাঁচজন নিহত হয়েছেন। সেনাবাহিনীর মুখপাত্র এ কথা বলেছেন বলে বিবিসি এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে।

মুখপাত্র নাবিল আবদুল্লাহ দেশটির আধাসামরিক র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেসকে (আরএসএফ) এ ঘটনার জন্য দায়ী করেছেন। আরএসএফ ও সেনাবাহিনী দেশটির নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৬ মাস ধরে লড়াই করছে।

নাবিল বলেন, দেশের পূর্বে সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন জাবাইতে অবস্থিত একটি ঘাঁটিতে দুটি ড্রোন দিয়ে হামলা চালানো হয়। ওই সময় সেখানে সেনাবাহিনীর একটি গ্র্যাজুয়েশন অনুষ্ঠানে চলছিল। হামলায় পাঁচজন নিহত হয়েছেন।

প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, জাবাইত সেনাঘাঁটিটি পোর্ট সুদান থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত, যা সেনাবাহিনীর প্রকৃত রাজধানী এবং যেখানে জেনারেল বুরহান অবস্থান করছেন।

স্থানীয় সময় বুধবার সকালে অনুষ্ঠানে যোগদানকারীরা হামলার ভিডিও ফুটেজ শেয়ার করেছেন। সেখানে দেখা যায়, সামরিক গ্র্যাজুয়েটরা হামলার আগে আনুষ্ঠানিক পোশাক পরে মার্চ করছেন।

জেনারেল আবদুল্লাহ বিবিসিকে বলেছেন, একমাত্র আরএসএফ সুদানের জনগণের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে এবং জনগণের ওপর হামলা চালায়।

জেনারেল বুরহান ও উপস্থিত সব কমান্ডার ভালো থাকায় এবং খুব বেশি ক্ষতি না হওয়ায় তিনি সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ জানান।

উত্তাল ভেনেজুয়েলা, নিহত কমপক্ষে ১১

আপনজন ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জালিয়াতির অভিযোগে বিক্ষোভে উত্তাল ভেনেজুয়েলা। বিক্ষোভে পুলিশ ও প্রতিবাদকারীদের সংঘর্ষে এখন পর্যন্ত ১১ জন নিহত হয়েছে। খবর ডয়চে ভেলের। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নিহতের মধ্যে দুইজন কিশোরও আছে। দেশটির পুলিশ সাত শতাধিক বেশি মানুষকে গ্রেপ্তার করেছে। ভেনেজুয়েলার বিরোধী দল ভোলানটাড পপুলার জানিয়েছে, তাদের জাতীয় আহ্বায়ক ফ্রেডি সুপারলানোকে আটক করা হয়েছে। ভেনটে ভেনেজুয়েলার প্রবীণ নেতা রিকার্ডো এস্তেভেজকেও আটক করা হয়েছে বলের দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে। ভেনেজুয়েলার অ্যাটর্নি জেনারেল তারেক উইলিয়াম সাব জানান, অন্তত পক্ষে দুইজন নিরাপত্তারক্ষী নিহত হয়েছে। সেইসঙ্গে ৪৮ জন পুলিশ ও সেনা অফিসার আহত হয়েছেন। যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাদের কয়েকজনের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসে লিপ্ত থাকার অভিযোগ আনা হয়েছে।

ভেনেজুয়েলার জাতীয় নির্বাচন কাউন্সিল(সিএনই) গত রোববার ঘোষণা করে, প্রেসিডেন্ট মাদুরো ৫১ শতাংশ ভোট পেয়ে জিতেছেন। তিনি তৃতীয়বারের জন্য প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হয়েছেন। এরপরই বিক্ষোভ শুরু হয়। বিরোধীদের দাবি, তাদের প্রার্থী এডমুন্ডো গঞ্জালভেস উরুতিয়া যে জিতেছেন তার প্রমাণ আছে। ৭৩ শতাংশ ভোট যখন গণনা হয়েছিল, তখন বিরোধী প্রার্থী প্রচুর ভোটের ব্যবধানে জিতছিলেন বলে তাদের দাবি। গঞ্জালভেস বলেছেন, আমাদের কাছে ভোটের যে রিপোর্ট আছে, তা দেখাচ্ছে যে আমিই জিতেছি। এরপর বিরোধী সমর্থক ও সদস্যরা রাস্তায় নেমে আসেন। কিছু বিরোধী কর্মী রাস্তা অবরোধ করেন। পুলিশকে লক্ষ্য করে পেট্রোল বোমা ছোড়া হয়। বিক্ষোভকারীরা প্রেসিডেন্টের প্রাসাদের কাছেও জমায়েত হন। পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গের চেষ্টা চালায়। মাদুরোর পূর্বসূরি ও তার মেন্টর হুগোর একটি মূর্তি ভেঙে রাস্তায় নিয়ে এসে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয় বিক্ষোভকারীরা।

একজন বিক্ষোভকারী বার্তাসংস্থা রয়টার্সকে বলেন, আমরা পরিবর্তন চাই। এই সরকারকে নিয়ে আমরা পরিশ্রান্ত। আমরা স্বাধীন ভেনেজুয়েলা চাই। আমরা চাই, আমাদের পরিবার এখানে ফিরে আসুক।

আরেকজন বিক্ষোভকারী বলেন, আমরা দেশের গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করব। আমাদের কাছ থেকে ভোট চুরি করা হয়েছে।

সংবাদপত্রের রিপোর্ট বলছে. পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনী কড়া হাতে বিক্ষোভের মোকাবিলা করার চেষ্টা করেছে। এদিকে প্রেসিডেন্ট মাদুরো বলেছেন, আমরা এই চিত্রনাট্য আগেও দেখেছি।

নিরাপত্তা বাহিনী শান্তিরক্ষা করবে অতি-বামেরা যে সহিংসতা করছে তার উপর নজর রাখা হচ্ছে।

ইরানে ঢুকে যেভাবে হত্যা করা হল হামাস প্রধান ইসমাইল হানিয়াকে

আপনজন ডেস্ক: হামাসের রাজনৈতিক প্রধান ইসমাইল হানিয়াকে ইরানের রাজধানী তেহরানে হত্যা করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ইরানি গণমাধ্যম।

ইরানের বিপ্লবী গার্ডস বাহিনী বুধবার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ইসমাইল হানিয়া তার এক দেহরক্ষীসহ তেহরানে নিহত হয়েছেন।

ইসমাইল হানিয়া নিহত হওয়ার পরপরই স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠছে তেহরানের মতো এত সুরক্ষিত শহরে কীভাবে তাকে হত্যা করা হলো? এই হত্যার পেছনে কে বা কারা জড়িত?

ইরান ও হামাসের প্রধান ও চিরশত্রু একজনই। সেটা হলো ইসরায়েল। তাই ইসমাইল হানিয়া নিহত হওয়ার পরপরই অভিযোগের তির প্রথমই ইসরায়েলের দিকে গেছে। হামাস বলছে, ইসরায়েলি হামলায় তাদের নেতা নিহত হয়েছে। এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম রয়টার্স।

অন্যদিকে ইরানের রাষ্ট্রীয় টিভি চ্যানেল প্রেসি টিভি জানিয়েছে, তেহরানে গুপ্তহত্যার শিকার হয়েছেন ইসমাইল হানিয়াহ।

বুধবার (৩১ জুলাই) স্থানীয় সময় ভোরে তার বাসভবনে একটি হামলা হলে হানিয়াহ ও তার এক দেহরক্ষী নিহত হয়েছেন। বুধবার সকালে ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি) বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

এক বিবৃতিতে আইআরজিসি জানিয়েছে, বুধবার সকালে তেহরানে হামাসের প্রধান ইসমাইল হানিয়াহর বাসভবন হামলার শিকার হয়েছে। এই ঘটনায় তিনি ও তার এক দেহরক্ষী শহীদ হয়েছেন।

কীভাবে এই হামলা হলো তা নিয়ে তদন্ত চলছে। দ্রুতই তদন্ত প্রতিবেদন দেয়া হবে।

লেবাননের প্রতিরোধ যোদ্ধাদল হিজবুল্লাহ সংশ্লিষ্ট নিউজ সাইট আল মায়াদিন দাবি করেছে, ইসমাইল হানিয়াকে ইসরায়েল হত্যা করেছে।

তবে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী এ বিষয়ে এখনো কোনো বিবৃতি দেয়নি। ইসরায়েলের প্রধান মিত্র যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকেও কোনো মন্তব্য এখনো আসেনি।

হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরোর সিনিয়র সদস্য মুসা আবু মারজুক সতর্ক করে বলেছেন, হানিয়াহর হত্যাকাণ্ড চুপচাপ সহ্য করা হবে না।

প্রসঙ্গত, এর আগে গত এপ্রিলে ঈদের দিনে গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর বিমান হামলায় ইসমাইল হানিয়ার তিন ছেলে ও বেশ কয়েকজন নাতি-নাতনি নিহত হন। গাজা শহরের পশ্চিমে একটি শরণার্থী শিবিরে ওই হামলা চালানো হয়। এতে হামাস নেতা হানিয়ার তিন ছেলে হাজেম, আমির ও মুহাম্মদ এবং তার অন্তত তিন নাতি-নাতনি নিহত হন।

ইসরায়েলের হামলায় হানিয়ের পরিবারের আরও সদস্য এর আগে নিহত হয়েছেন। তার আরেক ছেলে গত ফেব্রুয়ারিতে এবং ভাই ও ভাতিজা অক্টোবরে প্রাণ হারান। এছাড়া গত নভেম্বরে নিহত হন তার এক নাতি।

হামাস প্রধান ইসমাইল হানিয় নিহত তেহরানে

আপনজন ডেস্ক: হামাসপ্রধান ইসমাইল হানিয়ার মৃত্যু ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠনটির জন্য একটি বড় ধাক্কা। হানিয়ার হত্যাকাণ্ডের পর গাজায় বর্তমানে ভয় এবং উদ্বেগ বিরাজ করছে।

এই হত্যার ঘটনাটি অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত এবং তাৎপর্যপূর্ণ।

ইরানের নতুন প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের অভিষেক উপলক্ষে তেহরান সফরকালে গুপ্ত হামলায় নিহত হয়েছেন ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের প্রধান ইসমাইল হানিয়া। ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পসের (আইআরজিসি) বিবৃতিতে জানিয়েছে, মঙ্গলবার ইরানের প্রেসিডেন্টের অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হানিয়া তেহরানে গিয়েছিলেন। তিনি যে ভবনে অবস্থান করছিলেন সেখানে হামলা চালানো হলে হানিয়া এবং তার এক দেহরক্ষী নিহত হয়।

এদিকে হামাসের এক শীর্ষ কর্মকর্তা অঙ্গীকার করেছেন যে, হানিয়া হত্যার জবাব দেওয়া হবে। মুসা আবু মারজুক নামের ওই কর্মকর্তার বরাত দিয়ে হামাস-নিয়ন্ত্রিত আল আকসা টেলিভিশন চ্যানেলে ওই হামলা 'কাপুরুষোচিত' হামলা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে ইসরায়েলের পক্ষ থেকে এখনো কোনো মন্তব্য করা হয়নি। তবে ইসরায়েল এর আগে হামাসের শীর্ষ নেতৃত্বকে নিশ্চিহ্ন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

ইসমাইল হানিয়া হামাসের রাজনৈতিক শাখার প্রধানের পদে থাকলেও তাকেই এই গোষ্ঠীর শীর্ষ নেতা মনে করা হয়। গত শতকের আশির দশকে হামাসের উত্থানকালে ফিলিস্তিনি সুন্নি মুসলিমদের এই রাজনৈতিক ও সামরিক আন্দোলনের সামনের কাতারে ছিলেন তিনি।

১৯৬৩ সালের ২৯ জানুয়ারি মিশর অধিকৃত গাজা উপত্যকার আল-শাতি উদ্বাস্তু শিবিরে জন্মগ্রহণ করেন ইসমাইল হানিয়া। ১৯৪৮ আরব-ইসরায়েলি যুদ্ধের সময় তার বাবা মা বর্তমান ইসরায়েলের অন্তর্গত আসকালানের নিকটস্থ বাড়ি ছেড়ে উদ্বাস্তু হন। তিনি জাতিসংঘ পরিচালিত স্কুলে পড়াশোনা করেছেন। এরপর গাজা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবি সাহিত্যে স্নাতক হন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালে তিনি হামাসে যোগ দেন।

১৯৮৫ থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত তিনি মুসলিম ব্রাদারহুডের প্রতিনিধি ছাত্র কাউন্সিলের প্রধান ছিলেন। ইসলামিক অ্যাসোসিয়েশন ফুটবল দলে তিনি মিডফিল্ডার হিসেবে খেলতেন। গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের বিরুদ্ধে প্রথম ইন্তিফাদার প্রায় সমসাময়িক কালে তিনি স্নাতক হন। বিক্ষোভে অংশ নেওয়ার কারণে তিনি ইসরায়েলে স্বল্পকালীন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯৮৮ সালে তিনি পুনরায় ইসরায়েল কর্তৃক গ্রেফতার হন এবং ছয় মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯৮৯ সালে তিনি তিন বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

১৯৯২ সালে মুক্তি পাওয়ার পর আবদুল আজিজ আল-রানতিসি, মাহমুদ জাহহার ও আরও ৪০০ কর্মীর সঙ্গে ইসরায়েল তাকে লেবানন পাঠিয়ে দেয়। তারা দক্ষিণ লেবাননের মার্জ আল-জহুরে এক বছর অবস্থান করেছিলেন।

বিবিসির মতে এখানে হামাস যথেষ্ট পরিমাণে মিডিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং বিশ্বের কাছে পরিচিত হয়ে উঠে। এক বছর পর তিনি গাজায় ফিরে আসেন এবং ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন নিযুক্ত হন।

১৯৯৭ সালে আহমেদ ইয়াসিন ইসরায়েল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর হানিয়া তার দফতর পরিচালনের দায়িত্ব পান। ইয়াসিনের সঙ্গে সম্পর্কের কারণে হামাসে তার খ্যাতি বৃদ্ধি পায় এবং তিনি ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষে নিয়োগ পান। ইয়াসিনের সঙ্গে তার সম্পর্ক এবং ইসরায়েলি নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে হামাসের অনেক নেতার হত্যাকাণ্ডের ফলে দ্বিতীয় ইন্তিফাদার সময় হামাসে তার অবস্থান আরও মজবুত হয়। ইসরায়েলি বাহিনী তাকেও লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছিল।

২০০৩ সালে জেরুজালেমে আত্মঘাতী বোমা হামলার পর হামাস নেতৃত্বকে উৎখাতের উদ্দেশ্যে পরিচালিত ইসরায়েলি বোমা হামলায় তিনি আহত হয়েছিলে।

২০০৬ সালের ২৫ জানুয়ারি হামাস নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর ফেব্রুয়ারিতে তিনি প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হন। ২০ ফেব্রুয়ারি তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে মাহমুদ আব্বাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং ২৯ মার্চ শপথ নেন।

ফাতাহ-হামাস দ্বন্দ্বের উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিতে ২০০৭ সালের ১৪ জুন রাষ্ট্রপতি মাহমুদ আব্বাস তাকে পদচ্যুত করেন। কিন্তু ইসমাইল হানিয়া আদেশ মেনে নেননি এবং গাজায় প্রধানমন্ত্রিত্ব করতে থাকেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইরানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিলেন মাসুদ পেজেশকিয়ান

আপনজন ডেস্ক: ইরানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ নিয়েছেন মাসুদ পেজেশকিয়ান। মঙ্গলবার (৩০ জুলাই) রাজধানী তেহরানে পার্লামেন্ট ভবনে দেশি-বিদেশি বহু অতিথির সামনে প্রজাতন্ত্রের ৯ম প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন তিনি।

শপথ নেয়ার সময় পেজেশকিয়ান বলেন, 'প্রেসিডেন্ট হিসেবে পবিত্র কুরআন ও ইরানি জাতির সামনে আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে শপথ করছি যে, আমি রাষ্ট্রীয় ধর্ম, ইসলামী প্রজাতন্ত্রের ব্যবস্থা এবং দেশের সংবিধানকে সুরক্ষিত রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করব।'

তিনি আরো বলেন, আমি আমার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্য আমার সমস্ত সক্ষমতা এবং যোগ্যতা উৎসর্গ করব এবং আমি জনগণের সেবা ও জাতিকে উন্নত করতে ধর্ম ও নৈতিকতার প্রচার, ন্যায়পরায়ণতার প্রতি সমর্থন এবং ন্যায়বিচারের প্রসারে নিজেকে নিবেদিত করব। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বিচার বিভাগীয় প্রধান গোলাম হোসেইন মোহসেনি এজেয়ি। এর আগে রোববার মাসুদ পেজেশকিয়ানকে আনুষ্ঠানিকভাবে ইরানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব দেন দেশটির সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি। চলতি মাসের ৬ জুলাই দেশটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী হন মাসুদ পেজেশকিয়ান।

তিনি মূলত মধ্যপন্থী হলেও কেউ কেউ তাকে সংস্কারপন্থী হিসেবেও দেখেন। তিনি মূল প্রতিদ্বন্দ্বী কট্টরপন্থী সাঈদ জলিলিকে পরাজিত করেন। মঙ্গলবার খামেনির কার্যালয় থেকে এক বার্তায় বলা হয়, জ্ঞানী, সৎ, জনপ্রিয় ও বিজ্ঞ পেজেশকিয়ানকে আমি সমর্থন করি এবং আমি তাকে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিয়োগ করছি। আজ পার্লামেন্টে নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে তার শপথ নেয়ার কথা রয়েছে। দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের ফলাফলে পেজেশকিয়ান পান ৫৩.৩ শতাংশ ভোট এবং সাঈদ জালিলি পান ৪৪.৩ শতাংশ।

আমমোক্তারনামা

সেখ মরতেজ আলি পিতা সেখ মারফত আলি। সাং দক্ষিন হরিশপুর পোস্ট পানপুর থানা আমতা জেলা হাওড়া।

বিগত ইং-২৪/৯/২০১০ তারিখে আমতা সাব রেজিস্ট্রারী অফিসে ৪নং বহির ৪৪ নং দলিল মূলে কোহিনুর বেগম স্বামী সেখ মহিনুদ্দিন সাং চন্দ্রপুর থানা আমতা জেলা হাওড়া।

দক্ষিণ হরিশপুর নিবাসী সেখ তোজাম্মুল হক পিতা সেখ এনামুল হক মহাশয় কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী তোজাম্মল হক বিগত ১৩/১২/২০১০ তারিখে আমতা সাব রেজিস্ট্রি অফিসে ৪ নং বহির ৪৮৬৬ নম্বর দলিল মূলে আমাকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।

মৌজা দক্ষিণ হরিশপুর। হাল. জে.এল ১৪৯। সাবে খতিয়ান ২৭৯ হাল খতিয়ান ৯০৪. সাবেক দাগ ২১১ হালদাগ ২১৩ ষোল আনায় আমমোক্তার কৃত সম্পত্তির পরিমাণ ১১ শতক. এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, কাহারো যদি কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে এক মাসের মধ্যে জানাতে হবে।

ইতি

সেখ মরতেজ আলী

পিতা সেখ মারফত আলি সাং দক্ষিণ হরিশপুর পোস্ট পানপুর থানা আমতা জেলা হাওড়া।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৪০মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.২৩ মি.

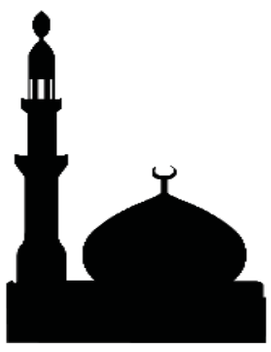

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.৪০	৫.০৮
যোহর	১১.৪৭	
আসর	৪.১৯	
মাগরিব	৬.২৩	
এশা	৭.৩৮	
তাহাজ্জুদ	১১.০২	

ইসরায়েলে বড় হামলার আশঙ্কা, জরুরি বৈঠকে বসছেন নেতানিয়াহু

আপনজন ডেস্ক: বুধবার ভোরে ইরানের রাজধানী তেহরানে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের শীর্ষ নেতা ইসমাইল হানিয়াকে হামলা চালিয়ে হত্যা করা হয়। এর কয়েক ঘণ্টা আগে লেবাননভিত্তিক সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর সিনিয়র কমান্ডার ফুয়াদ শোকরকেও হত্যা করেছে ইহুদিবাদী ইসরায়েল।

এই দুই নেতাকে হত্যার কারণে ইসরায়েলে বড় হামলার আশঙ্কা করা হচ্ছে। ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইসরায়েল এক প্রতিবেদনে এই আশঙ্কা করেছে। এমন আশঙ্কার মধ্যেই নিরাপত্তা পরিষদের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে বসতে যাচ্ছেন যুদ্ধপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। নেতানিয়াহুর দফতর থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

ইরানের শক্তিশালী বাহিনী ইসলামিক বিপ্লবী গার্ড জানিয়েছে, হানিয়াকে হত্যার কঠিন প্রতিশোধ নেওয়া হবে। তারা এক বিবৃতিতে বলেছে, "তেহরানে গুপ্তহত্যার শিকার হানিয়ার হত্যাকাণ্ডের জবাব হবে কঠোর ও বেদনাদায়ক। ইরান এবং প্রতিরোধ বাহিনী এই অপরাধের জবাব দেবে।"

এছাড়া ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনিও ইসরায়েলকে 'কঠোর শাস্তি' দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন।

জার্মানিতে মুদ্রাস্ফীতির হার বাড়ায় বিপাকে ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক

আপনজন ডেস্ক: জার্মানির জাতীয় সংখ্যাতত্ত্ব থেকে দেখা যাচ্ছে, জুলাই মাসে দেশটিতে মুদ্রাস্ফীতির হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে দুই দশমিক তিন শতাংশ। মঙ্গলবার যে হিসাব দেওয়া হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে- এই মাসে মুদ্রাস্ফীতি অপ্রত্যাশিতভাবে বেড়েছে।

এর আগে অর্থনীতিবিদরা বলেছিলেন, জুলাইয়ে ভোগ্যপণ্যের দাম স্থিতিশীল থাকবে। তবে এখন দেখা যাচ্ছে, মুদ্রাস্ফীতিকে বাগে আনা যায়নি। বরং তা বেড়েই চলেছে।

এদিকে জার্মানিতে মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে যাওয়ায় ইউরোপীয়ান সেন্ট্রাল ব্যাংক (ইসিবি) সুদের হার কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে সমস্যায় পড়েছে। আগামী সেপ্টেম্বরে তারা সুদের হার কমাবে কিনা তা নিয়েও চিন্তাভাবনা চলছে।

বিশ্লেষক কারস্টেন ব্রজেস্কি জানিয়েছেন, 'ইসিবি চেয়েছিল মুদ্রাস্ফীতির হার যেন দুই শতাংশের মধ্যে থাকে। কিন্তু জার্মানির মুদ্রাস্ফীতির হার দেখিয়ে দিচ্ছে, সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে এখনো কিছুটা দূর যেতে হবে।'

তিনি আরও বলেছেন, ইসিবির কাছে কাজটা কঠিন হয়ে গেল। ফ্রান্স ও স্পেন মুদ্রাস্ফীতির ক্ষেত্রে নিজেদের পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে পেরেছে। জার্মানির ক্ষেত্রে সেটা হয়নি।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ২০৭ সংখ্যা, ১৬ শ্রাবণ ১৪৩১, ২৫ মুহাররম, ১৪৪৬ হিজরি

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে আলোচিত বিষয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। ইহা লইয়া একদিকে তৈরি হইয়াছে উচ্ছ্বাস, অন্যদিকে উত্কণ্ঠা। অবস্থাদৃষ্টে মনে হইতেছে, আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানবজাতির জন্য আশীর্বাদ না অভিশাপ—ইহা লইয়া তর্কবিতর্ক চলিতেই থাকিবে। অবশ্য খোদ সাইন্স বা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও কি এমন তর্কবিতর্ক এখনো চলিতেছে না? এমন প্রশ্ন থাকিবার পরও কি বিজ্ঞানের গতিপথ থমকাইয়া গিয়াছে? গত ২১ মার্চ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-সম্পর্কিত প্রথম বৈশ্বিক রেজুলেশন বা প্রস্তাব পাশ হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাবটি উত্থাপন করে এবং ইহার প্রস্তাবক ছিল আরো ১২৩টি দেশ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইহার নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা হয়তো রহিয়াছে; কিন্তু একটি নূতন প্রযুক্তির সকলই খারাপ—এমন মন-মানসিকতা পোষণ করা কোনোভাবেই কাম্য নহে। গতকাল ইত্তেফাকে প্রকাশিত একটি খবরে বলা হইয়াছে যে, খোদ বাংলাদেশেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় যক্ষ্মা শনাক্তে সাফল্য আসিতে পারে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই প্রক্রিয়ায় যক্ষ্মা নির্ণয় সফল হইয়াছে। বাংলাদেশে যদি রোবটের মাধ্যমে হার্টের চিকিত্সায় সফলতা পাওয়া যায়, তাহা হইলে এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করিয়া অন্যান্য জটিল চিকিত্সার ক্ষেত্রেও কেন সফলতা পাওয়া যাইবে না? আমাদের দেশে রোবটের মাধ্যমে টেলিভিশনের খবর পাঠ, রেস্টুরেন্টে খাবার পরিবেশন—এমনকি গার্মেন্টসসহ বিভিন্ন কলকারখানায় শ্রমিক হিসাবে ইহার প্রচলন শুরু হইয়া গিয়াছে। ইহা একটি বিরাট পরিবর্তন নিঃসন্দেহে। ইহাতে চাকুরি-বাকুরির ক্ষেত্রে নানা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইতে পারে বলিয়া কেহ কেহ আশঙ্কা প্রকাশ করিলেও অনেকে আবার এই ব্যাপারে আশাবাদী। তাহারা বলিতেছেন, ইহাতে রোবটিক শিল্পে নূতন নূতন দক্ষতাসম্পন্ন লোকের প্রয়োজন পড়িবে। অনুরূপভাবে এই মুহূর্তে যক্ষ্মা চিকিত্সায় এআই প্রযুক্তি ব্যবহারের খবরে আমরা আশান্বিত না হইয়া পারি না। আগামী বত্সর দেশের তিনটি জেলায় (ঢাকা, খুলনা ও পঞ্চগড়) প্রাথমিক পর্যায়ে এই সংক্রান্ত পাইলট প্রকল্পের কাজ শুরু হইবে বলিয়া জানাইয়াছে ইনস্টিটিউট অব অ্যালার্জি অ্যান্ড ক্লিনিক্যাল ইমুনোলজি অব বাংলাদেশ বা আইএসিআইবি। ভারতীয় উপমহাদেশে এখনো যক্ষ্মা শনাক্তে এইআই প্রযুক্তি ব্যবহারের পাইলটিং চলিতেছে। যুগের চাহিদা অনুযায়ী এই দেশেও এমন উদ্যোগের কথা যাহারা চিন্তাভাবনা করিতেছেন, তাহাদের আমরা স্বাগত জানাই। কেননা একসময় বলা হইত—যক্ষ্মা হইলে রক্ষা নাই। এখন সেইখানে এই রোগের চিকিত্সা ব্যবস্থায় প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হইয়াছে। তাহার পরও চলমান পদ্ধতিতে যক্ষ্মা নির্ণয়ে সমস্যা রহিয়াছে। সঠিকভাবে যক্ষ্মা রোগী শনাক্ত করিতে না পারায় বহু রোগী দুর্ভোগ পোহাইতেছেন। ইহাতে অনেকে যক্ষ্মা শনাক্তের বাহিরে থাকিয়া যাইতেছেন। বিভিন্ন জটিল ও কঠিন রোগব্যাধির ক্ষেত্রে আমরা যদি এইভাবে এআই প্রযুক্তির সাহায্যে সফলতা অর্জন করিতে পারি, তাহা হইলে ইহা আশীর্বাদ ছাড়া আর কী হইতে পারে?

বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং এআইয়ের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার মানবজাতির জন্য ভয়াবহ হুমকির কারণ হইতে পারে বলিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন। টেক জায়ান্ট গুগলের সাবেক প্রধান নির্বাহী এরিক স্মিড সকল কিছু পর্যবেক্ষণ করিয়া ইহা মানবসভ্যতা ধ্বংসের কারণ হইতে পারে বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী গ্যারি মার্কাস ইহাকে একটি কাচের ঘরে ষাঁড় ঢুকিয়া যাইবার সহিত তুলনা করিয়াছেন। তবে ইহা যতদিন মানুষের নিয়ন্ত্রণে থাকিবে, ততদিন কোনো সমস্যা হইবে না। এই জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উপরে একটি যৌক্তিক নিয়ন্ত্রণ চান স্বয়ং চ্যাটজিপিটির প্রধান নির্বাহী জেমস ক্লেটনও। ইহার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করিয়া ইহার হিতকার ব্যবহারের প্রতি জোর দিতে হইবে সবচাইতে অধিক। যক্ষ্মা শনাক্তে এআই প্রযুক্তি ব্যবহারে সফলতায় সেই আশাবাদের বাণীই প্রতিফলিত হইতেছে বলিয়া আমরা মনে করি।

‘মগজখেকো’ অ্যামিবাতে আক্রান্ত হয়েও যেভাবে বেঁচে গেল কেরালার কিশোর

‘ব্রেন ইটিং অ্যামিবা’ সৃষ্ট মারণ রোগের কবলে পড়েও আশ্চর্যজনকভাবে বেঁচে ফিরেছেন ভারতের কেরালার চোদ্দ বছরের এক কিশোর। আফনান জসিম নামে দশম শ্রেণির ওই ছাত্র বিশ্বের নবম ব্যক্তি, যিনি এই মারণ রোগে আক্রান্ত হয়েও বেঁচে গিয়েছেন। মস্তিষ্কে আক্রমণকারী এই আণুবীক্ষণিক জীবাণু যে রোগ সৃষ্টি করে তাতে মৃত্যুর হার ৯৭ শতাংশ।। লিখেছেন **ইমরান কুরেশি**

‘ব্রেন ইটিং অ্যামিবা’ সৃষ্ট মারণ রোগে আক্রান্ত হয়েও আশ্চর্যজনকভাবে বেঁচে ফিরেছেন ভারতের কেরালার চোদ্দ বছরের এক কিশোর। আফনান জসিম নামে দশম শ্রেণির ওই ছাত্র বিশ্বের নবম ব্যক্তি, যিনি এই মারণ রোগে আক্রান্ত হয়েও বেঁচে গিয়েছেন।

মস্তিষ্কে আক্রমণকারী এই আণুবীক্ষণিক জীবাণু যে রোগ সৃষ্টি করে তাতে মৃত্যুর হার ৯৭ শতাংশ।

‘ব্রেন ইটিং অ্যামিবা’ বা মস্তিষ্ক ভক্ষণকারী অ্যামিবার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে কেরালার কোঝিকোড়ের এক হাসপাতালে ২২ দিন ধরে চিকিৎসাধীন থাকার পর শেষ পর্যন্ত বেঁচে যান এই ভারতীয় ছাত্র।

চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন তার সুস্থ হয়ে ওঠার পিছনে মূল কারণ হলো প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছিল এই রোগকে।

শুধুমাত্র আফনান জসিমই নন, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন সময় এই মারণ রোগে আক্রান্ত যে আটজনকে বাঁচানো সম্ভব হয়েছিল, তাদের ক্ষেত্রেও কারণ সেই একই- সময় মতো রোগ শনাক্ত করা ও চিকিৎসা শুরু করা গিয়েছিল।

প্রাইমারি অ্যামিবিক মেনিনগোয়েন্সফালাইটিস (পিএএম) নামে পরিচিত এই রোগের জন্য দায়ী ‘নিগলেরিয়া ফওলেরি’ নামক অ্যামিবা - যাতে আক্রান্ত হলে জীবনের তীব্র ঝুঁকি রয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ‘সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন’-এর প্রকাশিত এক গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে, ১৯৭১ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও পাকিস্তানের মতো চারটি দেশে এই প্রাণঘাতী রোগে আক্রান্ত হয়েও এর আগে বেঁচে গিয়েছেন মাত্র আটজন।

গবেষণা বলছে আক্রান্ত হওয়ার নয় ঘণ্টা থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে এই রোগ ধরা পড়লে তবেই বেঁচে ফেরা সম্ভব।

এই বিরল অ্যামিবার কারণে সৃষ্ট মারণ রোগের সঙ্গে লড়াইয়ের পর বেঁচে ফেরা বিশ্বের নবম ব্যক্তি আফনান জসিমের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল এবং সেখানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জনসচেতনতামূলক প্রচারাভিযান একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

হঠাৎই এই কিশোরের তীব্র মাথা ব্যাথা হতে থাকে। পরে তার খিঁচুনি শুরু হওয়ায়, আফনান জসিমের পরিবারের সদস্যরা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। দ্রুত চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় তাকে।

চিকিৎসার প্রথম দুই দিন তিনি খিঁচুনির পরবর্তী অবস্থায় (এই রোগে আক্রান্ত হলে যে লক্ষণ দেখা যায় তার পর্যায় অনুযায়ী) ছিলেন।

কোঝিকোড়ের বেবি মেমোরিয়াল হাসপাতালের কনসালট্যান্ট পেডিয়াট্রিক ইনটেনসিভিস্ট ডা. আব্দুল রউফ বিবিসিকে বলছিলেন, “আফনানকে যখন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, ততদিনে এই রোগে কেরালায় তিনজনের মৃত্যু হয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে দুটো মামলা আমাদের কাছে অনেক পরে রেফার করা হয়েছিল।”

“সেই সময় আমরা সরকারকে জানাই যে এটা একটা জনস্বাস্থ্য মূলক সমস্যা এবং এর সম্পর্কে সচেতনতামূলক প্রচার চালানো উচিত।”

সময় মতো যে আক্রান্ত কিশোরের চিকিৎসা শুরু করা সম্ভব হয়েছিল তার কৃতিত্ব অবশ্য ডা. আব্দুল রউফ দিয়েছেন আফনান জসিমের বাবা এম কে সিদ্দিকীকে।

কীভাবে আক্রান্ত হয়েছিলেন ওই কিশোর?

আফনান জসিমের বাবা মি. সিদ্দিকী পশুপালন পেশার সঙ্গে যুক্ত। বছর ৪৬-এর এই ব্যক্তি জানিয়েছেন, দিন কয়েক আগে তার ছেলে কোঝিকোড় জেলার পায়োল্লি পৌরসভার অন্তর্গত টিক্কোটি গ্রামের একটা পুকুরে সাঁতার কাটতে নেমেছিল।

বিবিসিকে মি. সিদ্দিকী বলছিলেন, “আমি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিপাহ ভাইরাসের উপসর্গের কথা পড়ছিলাম, তখনই এই অ্যামিবা সম্পর্কে জানতে পারি। আমি সংক্রমণের কারণে খিঁচুনির কথাও পড়েছি।”

“আফনানের খিঁচুনি শুরু হলে আমি তাকে স্থানীয় একটা হাসপাতালে নিয়ে যাই। এরপরেও ওর খিঁচুনি বন্ধ না হওয়ায় ওকে ভাদাক্কারার অন্য একটা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ ছিলেন না।”

“ওই হাসপাতালের তরফেই আফনানকে বেবি মেমোরিয়াল হাসপাতালে রেফার করে দেওয়া হয়।”

ছেলের খিঁচুনি বন্ধ না হওয়ার কারণ চিকিৎসকের কাছ থেকে জানতে চান মি. সিদ্দিকী। এর আগে ওই কিশোরের এ জাতীয় কোনও সমস্যা হয়নি।

আফনানের বাবা বলেন, “আমি ডাক্তারের কাছে জানতে চেয়েছিলাম কেন ওর খিঁচুনি হচ্ছে, কারণ এর আগে তো কখনও খিঁচুনি হয়নি। সেই সময় আমি ডাক্তারকে বলেছিলাম, পাঁচ দিন আগে আফনান পুকুরে সাঁতার কাটতে গিয়েছিল। এরপরই ও মাথা যন্ত্রণার কথা বলে আর পরে জ্বরও আসে।”

কীভাবে মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌঁছায় এই অ্যামিবা?

নাক দিয়ে মানবদেহে ঢোকে নিগলেরিয়া ফওলেরি। সেখান থেকে খুলির কাছে অবস্থিত ক্রিব্রিফর্ম প্লেটের মাধ্যমে পৌঁছে যায় ব্রেনে।

ডা. রউফ বলছেন, “এটা এক প্রকারের প্যারাসাইট (পরজীবী) যা বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল নিঃসরণ করে এবং মস্তিষ্ককে নষ্ট করে দেয়।”

এই অ্যামিবা যে রোগের সৃষ্টি করে তার প্রধান লক্ষণগুলি হল জ্বর, তীব্র মাথাব্যথা, গলা শক্ত হয়ে যাওয়া, সংজ্ঞা হারানো, খিঁচুনি এবং কোমার মতো পরিস্থিতিতে চলে যাওয়া। মাথার খুলিতে অতিরিক্ত চাপ পড়ার কারণে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়ে থাকে।

ডা. রউফ বলেন, “মিষ্টি জলে, বিশেষত একটু উষ্ণ জলাশয়ে এটা দেখা যায়। তাই মনে রাখতে হবে কেউ যাতে যাতে জলাশয়ের জলে ঝাঁপিয়ে না পড়েন বা ডুব না দেন। এই ভাবেই কিন্তু ওই অ্যামিবা মানুষের শরীরে প্রবেশ করে থাকে।”

বিষয়টা আরও বিশদে ব্যাখ্যা করেছেন ওই চিকিৎসক।

তার কথায়, “জল দূষিত হলে অ্যামিবা নাক দিয়ে মানব শরীরে প্রবেশ করে। সবচেয়ে ভাল হয় যদি দূষিত জলাশয় থেকে দূরে থাকা যায়। এমন কী সুইমিং পুল থেকেও দূরত্ব রাখা ভালো।”

“অথবা সাঁতারুদের উচিত তাদের মুখ জলের উপরে রাখা । জলে ক্লোরিন মেশানো খুবই জরুরি।”

তবে কর্ণাটকের ম্যাঙ্গালুরুর কস্তুরবা মেডিকেল কলেজের তরফে প্রকাশিত এক গবেষণা পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে নাইজেরিয়া এবং ম্যাঙ্গালুরুর নবজাতকদের মধ্যে নিগলেরিয়া ফওলেরি অ্যামিবা সংক্রমণ সেখানকার জলের উৎসর মাধ্যমে হয়েছে। এক্ষেত্রে স্নানের জলও এই রোগের উৎস হতে পারে।

যারা বেঁচে গিয়েছেন

২০২৪ সালের এপ্রিল মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ‘সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন’-এর তরফে পাকিস্তানের একটা বিশেষজ্ঞ দলের একটা গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাপত্র প্রকাশ করা হয়।

সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে এই মগজ খেকো রোগে আক্রান্ত হয়েও বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের বয়স নয় বছর থেকে ২৫ বছরের মধ্যে।

১৯৭১ সালে আফনান জসিমের মতোই অস্ট্রেলিয়ার চোদ্দ বছরের এক রোগী এই রোগে আক্রান্ত হলেও বেঁচে যান। তার লক্ষণের বিষয়ে তেমন জানা যায়নি।

এই তালিকায় দ্বিতীয় হলো এক নয় বছরের আরেক রোগী, যিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর বাসিন্দা । তার শরীরে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল তিনদিনের মধ্যে।

পরের ঘটনা ২০০৩ সালের। সে বছর মেক্সিকোর ১৪ বছরের এক রোগীর শরীরে নয় ঘণ্টার মধ্যে রোগের লক্ষণ দেখা গিয়েছিল।

এই তালিকায় থাকা চতুর্থ ঘটনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। সেখানে এক ১২ বছরের এক রোগীর দেহে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেতে লেগেছিল দুই দিন।

২০১৫ সালে পাকিস্তানের যে রোগী এই রোগে আক্রান্ত হয়েও বেঁচে ফিরেছেন, তার ক্ষেত্রে লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল তিনদিনে । রোগীর বয়স ছিল ২৫ বছর।

২০১৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৬ বছরের যে রোগী এই মস্তিষ্ক নষ্ট করে দেওয়া অ্যামিবার কবলে পড়ে বেঁচে ফিরতে সক্ষম হয়েছিলেন তার দেহে রোগের লক্ষণ দেখা গিয়েছিল মাত্র এক দিনেই।

২০২৩ সালে পাকিস্তানের ২২ বছরের রোগীর ক্ষেত্রে এই সময়সীমা ছিল দুইদিন।

এই তালিকায় নবম ব্যক্তি হলেন ভারতের এই কিশোর।

এর চিকিৎসা কী?

ডা. রউফ বলেছেন, “এখনও পর্যন্ত, পুরো বিশ্বে পিএএম এর ৪০০টা ঘটনা সম্পর্কে জানা গিয়েছে। ভারতে এখনও পর্যন্ত নথিভুক্ত হয়েছে ৩০টা ঘটনা।”

“কেরালায় ২০১৮ ও ২০২০ সালে একটা করে ঘটনা সম্পর্কে জানা গিয়েছে এবং চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত পাঁচজন আক্রান্ত হয়েছেন।”

জানা গিয়েছে আফনান জসিমের ক্ষেত্রে, চিকিৎসকরা লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ‘লাম্বার ট্রিটমেন্ট’ (কটিদেশীয় চিকিৎসা) এবং ‘অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল’ ড্রাগের (ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, ইত্যাদি সংক্রমণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ওষুধ) সংমিশ্রণ (অ্যাম্ফোটেরিসিন বি, রিফাম্পিন এবং অ্যাজিথ্রোমাইসিন) ব্যবহার করেছিলেন।

“রোগীর সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুয়িডে এন ফোভালারি শনাক্ত করতে আমরা পিসিআর (পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন) করেছি”, ব্যাখ্যা করেছেন ডা. রউফ।

“আমরা ওকে মিল্টেফোসিন (অ্যামিবা সংক্রমণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ওষুধ) দিয়েছিলাম, যা আগে পাওয়া কঠিন ছিল,” তিনি বলেছেন।

“এ ধরনের ঘটনা প্রকাশ্যে আসতে থাকলে সরকারের তরফে এই ওষুধ জার্মানি থেকে আমদানি করা শুরু হয়। ভারতে বিরল রোগের চিকিৎসার জন্য এই ওষুধ ব্যবহার করা হয়। তবে এটা কিন্তু খুব একটা ব্যয়বহুল নয়।”

ধীরে ধীরে চিকিৎসায় সাড়া দিতে থাকেন ওই ছাত্র। চিকিৎসক আব্দুল রউফ বলেছেন, “প্রথম দিন খিঁচুনির কারণে রোগী খুব একটা সচেতন অবস্থায় ছিল না। তিন দিনের মধ্যে আফনানের অবস্থার উন্নতি হয়।”

“এক সপ্তাহ পরে, আমরা আবার লাম্বার পাংচারের আশ্রয় নিয়েছি এবং নমুনার ফলাফল নেতিবাচক এসেছিল। আমরা ওকে একটা কক্ষে স্থানান্তর করে চিকিৎসা চালিয়ে যাই।”

আফনান জসিমের ওষুধ আগামী এক মাস চলবে। আপাতত সে বাড়িতে বিশ্রাম নিচ্ছে আর আশা করছে দশম শ্রেণির পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার।

বিবিসির সঙ্গে কথা বলার সময় ছেলে আফনান সম্পর্কে একটা একটা বিষয় উল্লেখ করেছেন মি. সিদ্দিকী। “ডাক্তাররা আফনানকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ভবিষ্যতে কী নিয়ে পড়াশোনা করতে চায়। ও চিকিৎসকদের জানিয়েছিল নার্সিংয়ে ডিগ্রি অর্জন করতে চায়।” “হাসপাতালে নার্সদের কাজ দেখে খুবই মুগ্ধ আফনান। ও ডাক্তারদের জানিয়েছে রোগীদের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন নার্সরা। তাই ওর এই সিদ্ধান্ত”, জানান মি. সিদ্দিকী।

সৌ: বিবিসি (বাংলা)

ভাষণ দিয়ে রেকর্ড গড়লেও আমেরিকায় নেতানিয়াহুর দিন শেষ

ওসামা-আল-শরিফ

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ওয়াশিংটন অথবা হোয়াইট হাউসের কাছে আগন্তুক কেউ নন। গত বুধবার কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দেন। দুই দশকের মধ্যে এটা তাঁর চতুর্থবারের ভাষণ। এই ভাষণের মধ্য দিয়ে তিনি ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলের রেকর্ড ভাঙলেন।

চার্চিল কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে তিনবার ভাষণ দিয়েছেন। এটা একটা সম্মান, যেটা যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ইতিহাসে ঠাঁই করে নেবে। নেতানিয়াহু যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির কলাকৌশল ভালো করেই বোঝেন, তিনি জানেন প্রধান দুটি দলকে কীভাবে ব্যবহার করতে হয়।

নেতানিয়াহু একজন আবেগপ্রবণ ও ক্যারিশম্যাটিক বক্তা।

সর্বশেষ ২০১৫ সালের মার্চ মাসে নেতানিয়াহুকে বক্তব্য দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তাঁর বক্তব্য শেষে ২৮ জন আইনপ্রণেতা দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়েছিলেন। ২০১১ সালে বক্তৃতার সময় উঠে দাঁড়িয়ে বক্তব্য দেওয়া আইনপ্রণেতার সংখ্যা ছিল একজন বেশি।

২০১৫ সালে নেতানিয়াহু যুক্তরাষ্ট্রের তখনকার প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাকে তিরস্কার করেছিলেন। ইরানের সঙ্গে আসন্ন পারমাণবিক চুক্তি বিষয়ে তিনি বিস্ফোরক মন্তব্যে বলেছিলেন, ‘খুব খারাপ চুক্তি’। ওবামা প্রশাসনের সঙ্গে নেতানিয়াহুর ক্রমবর্ধমান উত্তেজনায় ৩০ জন আইনপ্রণেতা নেতানিয়াহুর বক্তব্য বর্জন করেছিলেন।

এবার বিতর্কটা আরও গভীর। নেতানিয়াহু প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রশাসনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক খাদের কিনারে নিয়ে এসেছেন। গাজা যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে বাধা দিয়ে, নির্বিচার মারণাস্ত্রের ব্যবহার করে, ২০ লাখের বেশি ক্ষুধার্ত গাজাবাসীর কাছে জরুরি খাদ্যসহায়তা পৌঁছাতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে নেতানিয়াহু সম্পর্কটা এমন পর্যায়ে নিয়ে আসেন যে যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর জন্য অস্ত্র চালান স্থগিত করে।

দুই নেতার মধ্যে সম্পর্কে ফাটল, ওয়াশিংটনে দুই দলের মধ্যে তীব্র ঝগড়া, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানার আবেদন—এ সবকিছুর মধ্যেও রিপাবলিকান পার্টির প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার মাইক জনসন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুকে কংগ্রেসের সামনে ভাষণ দিতে আমন্ত্রণ জানান।

নেতানিয়াহু তাঁর সেই পূর্বনির্ধারিত বক্তৃতা দিতে এক মাস দেরি করেন। দেশের ভেতরে তাঁকে রাজনৈতিক অস্থিরতা মোকাবিলা করতে হচ্ছে। গাজায় ইসরায়েলি তাঁর সেনাবাহিনী বিপাকে পড়েছে এবং উত্তর দিকের সীমান্তে দুঃসাহসী হিজবুল্লাহর সঙ্গে লড়াইয়ে পেরে উঠছে না। ১৫০ জনের বেশি ইসরায়েলি জিম্মির পরিবার নেতানিয়াহুর ডানপন্থী সরকারের ওপর যুদ্ধবিরতি চুক্তি করতে এবং জিম্মিদের মুক্ত করে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য চাপ দিয়ে যাচ্ছে।

এটা নেতানিয়াহুর জন্য অভিশাপের মতো একটা ব্যাপার। কারণ, যুদ্ধবিরতি মানেই হলো ৭ অক্টোবর থেকে এ পর্যন্ত নেতানিয়াহু কতটা বিপর্যয় ঘটিয়েছেন, তার তদন্ত শুরু হওয়া, যেটা নিশ্চিতভাবেই তাঁর রাজনৈতিক ক্যারিয়ার শেষ করে দেবে।

নেতানিয়াহুর প্রতি জনগণের সমর্থন পড়ে গেছে, তাঁর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা এখন ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত। তাঁর উগ্র ডানপন্থী মিত্ররা যেকোনো ধরনের জিম্মি মুক্তি চুক্তির বিরোধী। তারা এই হুমকি দিয়েছে যে নেতানিয়াহু যদি কোনো ধরনের ছাড় দেন, তাহলে তারা তাকে ছেড়ে যাবে এবং জোট ভেঙে দেবে। বাইডেন প্রশাসনের নীতির বাইরে গিয়ে এই উগ্র ডানেরা লেবাননের সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধ চায়। অথচ তারা ভালো করেই জানে, এ ধরনের যুদ্ধের মানে হচ্ছে ইরানের সঙ্গে আঞ্চলিক যুদ্ধের সূচনা।

নেতানিয়াহুর ওয়াশিংটন ভ্রমণ অবশ্যই অতি প্রয়োজনীয় হিসেবে চিহ্নিত হবে। ইসরায়েলের আইনসভা নেসেটের আইনপ্রণেতাদের মধ্যে নেতানিয়াহু অনেক বেশি জনপ্রিয়।

ইসরায়েলের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি সময় ধরে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন নেতানিয়াহু। এটা তাঁর মধ্যে এতটা অহম ও অন্ধত্বের জন্ম দিয়েছে যে তিনি বিশ্বে ইসরায়েলের ভাবমূর্তিকে ধসিয়ে দিয়েছেন। তিনি এখনো বিশ্বাস করেন, যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে তিনি তাঁর প্রভাব দিয়ে ইসরায়েল ও তাঁর নিজের জন্য ভালো কিছু নিয়ে আসতে পারেন।

গত রোববার হঠাৎ প্রেসিডেন্ট প্রার্থী না হওয়ার ঘোষণা দেন জো বাইডেন। এর আগপর্যন্ত ইসরায়েলের বুদ্ধিজীবীরা বিশ্বাস করতেন, রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট হতে চলেছেন আর নেতানিয়াহু রিপাবলিকানদের কাছে প্রিয়পাত্র হয়ে উঠবেন।

কিন্তু বাইডেনের আকস্মিক ঘোষণা যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক দৃশ্যপট পাল্টে দিল। ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস গাজা ও পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি আচরণের কঠোর সমালোচক, তিনি এখন ডেমোক্র্যাটদের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী। ফলে ট্রাম্পের ভূমিধস বিজয়ের সম্ভাবনা কমে গেছে।

এখন ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্বাভাবিক সময় যাচ্ছে না। ডেমোক্রেটিক পার্টির আইনপ্রণেতাদের অনেকে তাঁর ভাষণ বর্জন করেন। ক্যাপিটল হিলের বাইরে হাজার হাজার প্রতিবাদকারী যুদ্ধাপরাধের দায়ে নেতানিয়াহুর বিচার দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন।

বিক্ষোভকারীদের মধ্যে মুসলিম ও খ্রিষ্টানদের সঙ্গে ইহুদিরাও ছিলেন। আত্মগরিমার ওপর গড়ে ওঠা নেতানিয়াহুর রাজনীতি শুধু ইসরায়েলি রাষ্ট্রের ভিত্তিমূল কাঁপিয়ে দেয়নি, যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল বিশেষ সম্পর্কের ভিতটাকেও নাড়িয়ে দিয়েছে। নেতানিয়াহু ওয়াশিংটনে অজনপ্রিয় হয়ে গেছেন, কংগ্রেসে পঞ্চমবার ভাষণ দেওয়ার সম্ভাবনা তাঁর আর নেই।

ওসামা-আল-শরিফ জর্ডানের সাংবাদিক ও রাজনৈতিক ভাষ্যকার

সৌ: প্র: আ:

প্রথম নজর

শিশু সুরক্ষা, বাল্যবিবাহ রোধসহ নানা বিষয়ে স্কুলে সচেতনতা শিবির

রঙ্গিলা খাতুন ● খড়গ্রাম

আপনজন: শিশু সুরক্ষা, বাল্যবিবাহ রোধ সহ একাধিক বিষয়ে স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে সচেতনতা শিবির অনষ্ঠিত হল খড়গ্রামে। মুর্শিদাবাদের খড়গ্রাম ব্লকের পরিচয় পেক্ষাগৃহে খড়গ্রাম ব্লক প্রশাসনের সহযোগিতায় এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সিনির উদ্যোগে এই সচেতনতা শিবির আয়োজিত হয়। মূলত বিভিন্ন অঞ্চলে সচেজতনার অভাবে বাল্য বিবাহ বেড়ে যাচ্ছে, মোবাইলে গেমে আসক্ত থেকে পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ বাড়াতে ,
বিভিন্ন পঞ্চায়েতের চাইল্ড পার্লামেন্ট এর সদস্যদের নিয়ে ব্লক চাইল্ড পার্লামেন্ট গঠন করার পাশাপাশি এন্টি চাইল্ড ট্রোপিং , অল্প বয়সে বিবাহ, এছাড়া ফেসবুকে না জেনে বন্ধুত্ব তৈরি করা , বিভিন্ন দিক ধরে তুলে ধরা হয় এই সচেতনতা শিবিরে। মূলত বিভিন্ন স্কুলের নবম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের সচেতন করা হয়। এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন খরগ্রাম ব্লকের বিডিও মিলনী দাস, খরগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সুরজিৎ হালদার, অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক রিমি সরকার, সিডিপিও হিমাংশু বৈদ্য, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মঞ্জু আক্তারা বিবি সহ বিশিষ্ট জনেরা ।

রেজিনগরে মুনাজ্জাম মক্তব নিয়ে আলোচনা

জাকির সেখ ● রেজিনগর

আপনজন:রেজিনগর ব্লক জমিয়তে উলামার উদ্যোগে এবং উলুবেড়িয়া দ্বীনিয়ার সেন্টার ও মধ্য বঙ্গ দ্বীনিয়াত সেন্টারের সহযোগিতায় কাশিপুর মদিনা মসজিদে অনুষ্ঠিত হল মুনাজ্জাম মক্তবের আলোচনা সভা। বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেলা জমিয়তে উলামা ও রাবেতা বোর্ডের সভাপতি মাওলানা বদরুল আলম বলেন আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখেরাতের সাফল্য একমাত্র দ্বীনের মধ্যেই রেখেছেন। হাদীস শরীফে নবীজী সা. বলেছেন "দ্বীনী ইলম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ। তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে, যে নিজে পবিত্র কুরআন শিক্ষা করে ও অন্যদেরকে শিক্ষা দেয়।" মুনাজ্জাম মক্তবের গুরুত্ব নিয়ে তিনি বলেন বিভিন্ন সার্ভে রিপোর্ট অনুযায়ী মুসলমানদের মাত্র ২% বাচ্চা মাদ্রাসাতে দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করে আরো ৯৮% বাচ্চা স্কুলে পড়ে যেখানে দ্বীনি শিক্ষা তো দূরের কথা জুমুআর নামাজ পড়ার অনুমতি পায়না। এরকম শোচনীয় অবস্থায় আমাদের প্রজন্মের দ্বীন বাকি রাখার জন্য দ্বীনি শিক্ষা ও তারবিয়তের ব্যবস্থা করা যেখানে আমাদের আমাদের সন্তানেরা সন্তানেরা স্কুল ও টিউশন করার সাথে সাথে দিনের মৌলিক জ্ঞানও অর্জন করতে পারে। সভায় উপস্থিত ছিলেন হাফেজ সফিউল্লাহ সাহেব, মুফতি ইমাদাদুল্লাহ সাহেব, ব্লক জমিয়তের সম্পাদক মুফতি আব্দুল মুগনি, মাওলানা আসিম সাহেব, হাজী আঙুর সাহেব প্রমুখ।

দ্বীনিয়াত সংগঠনের কর্মসূচি বসিরহাটে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: দ্বীনিয়াত মোনাজ্জাম মক্তব সংগঠনের উদ্যোগে বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হল বসিরহাটের নেওরা এলাকায়। ২০০৩ সাল থেকে ভারতবর্ষের বাণিজ্য নগরী মুম্বাইতে দীনিয়াত মোনাজ্জাম মক্তব বোর্ডের কাজ শুরু হয়। তারপর ২০১৪ সালে বাংলায় আসে। ২০১৬ সালে উত্তর ২৪ পরগনায় তারা কাজ করছে বিভিন্ন মক্তবে।
দ্বীনিয়াতের মক্তবের কাজ হল একটি শিশুকে সুন্দরভাবে ইসলামিক পরিবেশে গড়ে তুলতে তারা বদ্ধপরিকর। কোরআন পাঠ থেকে শুরু করে বিভিন্ন দিক নিয়ে নির্দেশনা দেন তারা। ১৭ বছর পর্যন্ত তাদের পঠন-পাঠনের সিলেবাস রয়েছে। সেই উদ্যোগকে সামনে রেখে বসিরহাটের এলাকায় একটি মক্তবের শুভ সূচনা হল এবং বসিরহাট মহকুমার দ্বীনিয়াত সংগঠনের অফিস উদ্বোধন হয়ে গেল। এদিন উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের প্রধান মাওলানা সাইফুদ্দিন নাদভি, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা নিজাম উদ্দিন কাসেমী, পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন হাদিপুর সিনিয়র মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক রুহুল আমিন সহ একাধিক বিশিষ্টজন।

১০ আগস্ট ডায়মন্ডহারবারে প্রশাসনিক বৈঠক অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ডা. হারবার

আপনজন: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ফের ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রে প্রশাসনিক বৈঠক করতে চলেছেন। প্রশাসনিক সূত্রে খবর আগামী ১০ আগস্ট ডায়মন্ড হারবারের রবীন্দ্রভবনে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। বর্তমানে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে সংসদের অধিবেশনে রয়েছেন। অধিবেশন শেষ হলে কলকাতায় ফিরে ডায়মন্ড হারবার নিয়ে বসবেন। জানা গিয়েছে নিজের সংসদীয় এলাকায় সরকারি প্রকল্পের বাস্তবায়ন নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হবে। কবিদের সময় থেকে রাজ্য রাজনীতির আলোচ্য বিষয় 'ডায়মন্ড হারবার মডেল'। সেই মডেল নিয়ে তৃণমূলের মধ্যে মত এবং পাল্টা মত রয়েছে। এক সময় এই ডায়মন্ড হারবার মডেল নিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সমালোচনায় মুখর হয়েছিলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এখন সেই কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় কে বলতে শোনা গিয়েছে অভিষেক পরিবর্তন রাজনৈতিক হয়ে উঠেছেন। লোকসভা ভোটের ছ মাস আগে ডায়মন্ড হারবার এর সাংসদ তহবিল এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প সহ কি কি কাজ হয়েছে তা নিয়ে রিপোর্ট কার্ড প্রকাশ করেছিলেন অভিষেক। সেই কর্মসূচি থেকে অভিষেক হিসাব দিয়েছিলেন প্রতি ঘন্টায় এবং দৈনিক কত টাকা ডায়মন্ড হারবারে খরচ হয়েছে। গত ডিসেম্বরে তাল লোকসভা কেন্দ্র এলাকায় বার্ধক্য ভাতা দেওয়ার ক্ষেত্রে বাড়তি উদ্যোগ নিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিষেবা দেওয়াকে কেন্দ্র করে অভিষেক এবার ডায়মন্ড হারবারে রেকর্ড ভোটে জিতেছেন বলে তৃণমূল নেতাদের দাবি। লোকসভা ভোটের পর থেকে অভিষেকের এক্স পোস্ট বক্তৃতা ইত্যাদিতে একটি বিষয়ের স্পষ্ট হয় যে তিনি চান রাজ্য সরকারের কাজ আরো গতিশীল হোক। সময়ের কাজ সময় শেষ করার বিষয়টি নিয়ে তিনি বিশেষ সচেষ্ট। আসন্ন প্রশাসনিক বৈঠক থেকে অভিষেক ডায়মন্ডহারবারকে সামনে রেখে তাই সেই বার্তাকেই প্রাধান্য দেবেন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। প্রশাসনিক বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি আগামী দিন ডায়মন্ড হারবারে পরিষেবা কিভাবে মানুষ পাবে সেই পরিকল্পনাও তুলে ধরবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিশালাকৃতির চন্দ্রবোড়া সাপের কামড় খেয়ে সাপ নিয়ে হাসপাতালে

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: লম্বায় সাড়ে তিন ফুট!ওজন প্রায় ২ কেজি! বিশাল আকৃতির তীক্ষ্ণ বিষধর সাপ চন্দ্রবোড়ার কামড়ে আক্রান্ত হয়ে সাপ ধরে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ছুটলেন এক ব্যক্তি।বিশাল আকৃতির সাপ নিয়ে হাসপাতালে ঢুকতেই হইচই পড়ে যায় হাসপাতালের রোগী,রোগীর পরিবার ও চিকিৎসক মহলে।যদিও বিশাল আকৃতির চন্দ্রবোড়া সাপ টি গুরুতর জখম হওয়ায় দু-মিনিটের মধ্যে মারা যায়।
শুরু হয় আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা। তাকে হাসপাতালের তরফে সাপে কামড়ানো প্রতিষেধক এভিএস ৩০ ভায়াল তড়িঘড়ি দেওয়া হয়।বর্তমানে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চিকিৎসা চালাচ্ছেন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসকরা।
জানা গিয়েছে বারুইপুর থানার অন্তর্গত সুভাষগ্রামের দাসপাড়ার বাসিন্দা শঙ্কর দে।সকলের অলক্ষ্যে শঙ্কর বাবুর বাড়িতে দুকেজি ওজনের একটি সাড়ে তিন ফুট লম্বা তীক্ষ্ণ বিষধর সাপ ঢুকে পড়েছিল।ঘরের মধ্যে জমা করে রাখা কাপড়ের মধ্যে ঘাপটি মেরে আশ্রয় নিয়েছিল।বুধবার সকালে বাড়িতে ঘর-বারান্দা পরিষ্কারের কাজ করছিলেন শঙ্কর।সেই সময় আচমকা বিশালাকৃতির চন্দ্রবোড়া সাপ তার বাম হাতের আঙুলে কামড় দেয়।সাপটি ধরার চেষ্টা করেন।ধরতে পারলেও পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। মুহূর্তে এক আছাড় মারে। গুরুতর জখম হয় সাপটি।এরপর যাতে বিষ বেরিয়ে যায় তারজন্য ব্লেড দিয়ে শঙ্কর তার ক্ষতস্থান কেটে রক্ত বের করতে থাকে।হাতের শিরা কেটে যাওয়ায় রক্তক্ষরণ বন্ধ না হওয়ায় পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে।সাপটি একটি বস্তার মধ্যে ধরে সোজা রওনা দেয় সুভাষগ্রাম প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। সেখান থেকে চিকিৎসকরা ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করলে,সাপ সহ ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে হাজীর হয় ওই ব্যক্তি।বিশালাকৃতির সাপ দেখে হুলস্থুল পড়ে যায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে।জরুরী বিভাগের চিকিৎসক ডাঃ মৃন্ময় বিশ্বাস তড়িঘড়ি ওই ব্যক্তির চিকিৎসা শুরু করেন। অন্যদিকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সর্প বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ সমরেন্দ্র নাথ রায় আক্রান্তকে বেশি করে জল খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে অভয় বার্তা দেন। শঙ্কর জানিয়েছে, 'সাপ কামড় দেওয়ার পর,ধরতে গিয়েছিলাম। জানতাম সাপ ধরে নিয়ে হাসপাতালে গেলে ভালো চিকিৎসা হয়। মেরে ফেলার ইচ্ছা ছিল না।বাগে আনতে পারছিলাম না।লেজ ধরে পেরে আছাড় মারি। জখম হয়। পরে ব্লেড দিয়ে নিজের হাতের ক্ষতস্থান কেটে থেকে বেশকিছু রক্ত বের করে দিই। তারপর সোজা হাসপাতালে আসি চিকিৎসার জন্য। পরে সাপটি মারা যায় এবং বুঝতে পারলাম ক্ষতস্থান কাটা ঠিক হয়নি।' ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সর্প বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ রায় জানিয়েছেন, 'বিশালাকৃতির চন্দ্রবোড়া সাপ নিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আসেন আক্রান্ত এক ব্যক্তি। তড়িঘড়ি আসায় চিকিৎসা পরিষেবা দিতে সুবিধা হয়েছে।

হেলমেটবিহীন দুই যুবকের মৃত্যু দুর্ঘটনায়

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● নরেন্দ্রপুর

আপনজন: বেপরোয়া যান চলাচল বেড়ে চলেছে কলকাতা শহরতলির বিভিন্ন এলাকায়। আবারো হেলমেট না পরেই বেপরোয়া বাইক চালানোয় ঘটলো মর্মান্তিক পরিণতি। নরেন্দ্রপুরে মৃত্যু হল দুই যুবকের। মঙ্গলবার গভীর রাতে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। মৃত দুই যুবকের নাম বিশাল মাহাত ও কুষাণ মণ্ডল। দু'জনেরই বয়স ১৮ বছর।এই মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বারুইপুর পুলিশ জেলার নরেন্দ্রপুর থানার কালিবাজার সংলগ্ন এলাকায়।পুলিশ সূত্রে জানা গেল,বেপরোয়াভাবে বাইক চালিয়ে যাওয়ার সময় মোহন বাটার সামনে একটি কালী মন্দিরের পাঁচিলে সজোরে ধাক্কা মারে বাইকটি। বাইক থেকে ছিটকে পড়ে যায় চালক সহ আর ও এক জন। গুরুতর আহত হয় দুজনই। তাঁদেরকে দ্রুত এমআর বাঙুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা দু'জনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন।

তন্ত্র সাধনার নামে প্রতারণার অভিযোগ

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: তন্ত্র সাধনার নামে প্রতারণার অভিযোগ। ঘটনায় অভিযোগকারীর অভিযোগের ভিত্তিতে শেষমেষ ঐ তন্ত্র সাধক কে আটক করে পুলিশ। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট থানার অন্তর্গত ছাত্রপল্লী এলাকার ঘটনা। জানাগিয়েছে, তন্ত্রসাধনা করে মেয়ে কে সুস্থ করে তুলতে তন্ত্র সাধকের দারস্থ হয় পরিবারের লোকেরা। সুস্থ হওয়া তো দূরের কথা উল্টে পরিবারে লোকেদের কাছ থেকে তন্ত্রসাধনার নামে সোনাদানা ও টাকা-পয়সা নিয়ে চম্পট দেয় ওই তন্ত্রসাধক। সেই ঘটনায় প্রতারিত ব্যক্তির লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে এদিন পুলিশ ঐ তন্ত্র সাধককে আটক করে।এ বিষয়ে অভিযোগকারী রামানন্দ পাল বলেন, আকাশ সুকদেব সরকার নামে এক যুবক তন্ত্রসাধনার মাধ্যমে আমরা মেয়েকে সুস্থ করে দেবে বলেই জানিয়েছিল। কিন্তু তন্ত্রসাধনার নামে সে ২৬০ গ্রাম সোনা সহ টাকা নিয়ে চম্পট দেয়।

খুদুরগাছির অগ্নিকাণ্ডে থমথমে গ্রাম

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন: গতকালের ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডের পর খুদুরগাছী গ্রাম আজও থমথমে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মঙ্গলবার বিকালে খুদুরগাছী বাজারে একটি জুয়েলারী দোকানে গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে আগুন লাগে। হক মার্কেট কমপ্লেক্সের এই জুয়েলারী দোকানে আগুন লেগে তা দ্রুত আশেপাশের দোকান ও মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। করণদিঘী ব্লকের বাজারগাও ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য মহম্মদ মনিরুদ্দিন জানান, বেশ কিছু মানুষ আগুনে পুড়ে গুরুতর আহত হয়েছেন এবং তাদের রায়গঞ্জ ও শিলিগুড়ির বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে পদ্ম সিংহ, কেরামত, তাপস সিংহ, ফিরোজ আলম ও সরিফের অবস্থা সংকটজনক।
স্থানীয় বাসিন্দা শেখ আলিমুদ্দিন ও গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য মোহাম্মদ মনিরুদ্দিন জানান, গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহারের সঠিক নিয়ম না জানার কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

গঙ্গাসাগর রেলপথ নিয়ে সংসদে সরব মথুরাপুরের সাংসদ

নকীব উদ্দিন গাজী ● মথুরাপুর

আপনজন: রেল বাজেটে বাংলায় নেই কিছু আর সেই নিয়ে লোকসভাতে সরব হলেন সাংসদ বাপি হালদার। কাকদ্বীপ থেকে গঙ্গাসাগর রেললাইন বাস্তবায়িত আজও হলো না কেন লোকসভাতে প্রশ্ন তুললেন মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার।
বুধবার লোকসভাতে দেশের বাজেট প্রকাশ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে বাপি হালদার বলেন, অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছে তাতে বাংলাকে আরো অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। সরকার বাঁচাতে যে রাজ্যগুলি সাহায্য করেছে শুধু তাদের কথা ভাবা হয়েছে এই বাজেটে। বাংলাকে অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। আলাদাভাবে রেল বাজেট না হওয়াতে অনেকটা পিছিয়ে পড়ছে রেল।
অন্যদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ এনে তিনি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী থাকাকালীন যে প্রকল্প শুরু করেছিলেন এমনকি তাঁর প্রস্তাবিত রেললাইন গুলি আজও কেন হচ্ছে না তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বাপি হালদার। প্রস্তাবিত রেল লাইনের মধ্যে মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের কাকদ্বীপ থেকে গঙ্গাসাগর, জয়নগর থেকে রায়দিঘি, মন্দিরবাজার থেকে রামগঙ্গা নতুন রেললাইনের প্রস্তাবনা থাকলেও আজতা বাস্তবায়ন কেন হয়নি? তা দিয়ে সরব হন মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার।

আমার লড়াই রাজ্যে তৃণমূলের সঙ্গে, দেশে বিজেপির সঙ্গে: অধীর

সমীর দাস ● কলকাতা

আপনজন: ইতিমধ্যে খবরে প্রকাশ, মঙ্গলবার দিল্লিতে কংগ্রেসে ঘরোয়া সভায় অধীর চৌধুরীকে 'প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তার পরেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন তিনি। রাতে তিনি সমাজ মাধ্যমে পোষ্ট করেন, "আমাদের লোকদের মারছে, যে কর্মীরা রাতদিন তৃণমূলের হাতে মার খেলো,খাচ্ছে, তাদের জন্য আমরা বলবো না তো কে বলবে ?" তিনি লেখেন, তৃণমূল আমাদের দল ভাঙিয়েছে। একের পর এক মিথ্যা কেসে জেলে ঢুকিয়েছে আমাদের কর্মীদের। তাদের সঙ্গে সহবাস অসম্ভব। তিনি স্পষ্ট করে লেখেন, "তাহলে সেই তৃণমূলের বিরুদ্ধে কীভাবে চুপ করব? করলে আমার সেই সহকর্মীদের প্রতি অবিচার করা হবে! আমি পারব না।" লোকসভা নির্বাচনের আগেই অধীর চৌধুরীর সঙ্গে হাই কমান্ডের বিরোধ তৈরী হয়েছিল। যে সময় ইন্ডিয়া জোটের সলতে পাকছিল, সেই সময় বাংলায় অধীর তৃণমূল বিরোধিতায় সুর চড়িয়ে গিয়েছেন। সোজা কথায় বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, গোটা দেশে কী হবে জানা নেই বাংলায় তৃণমূলের সঙ্গে জোট হবে না। এর পরেই ক্ষুব্ধ অধীর লেখেন, "আমি পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে বলছি, আমাদের লড়াই রাজ্যে তৃণমূলের সঙ্গে গোটা দেশে বিজেপির সঙ্গে।" এবার প্রশ্ন, নতুন রাজ্য সভাপতি কে হতে চলেছে? সময় এই প্রশ্নের উত্তর দেবে।

হামাস নেতা হত্যার নিন্দা জামাআতের

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস-এর শীর্ষনেতা ইসমাঈল হানিয়ের শাহাদাতে গভীর শোক প্রকাশ করলেন জামাআতে ইসলামী হিন্দের সর্বভারতীয় সভাপতি সাইয়েদ সা'দাতুল্লাহ হোসায়েনি। এই ঘটনাকে মর্মান্তিক, দুঃখজনক ও ইসরাইলের 'ধর্মান্ধ সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ' বলে অভিহিত করে তিনি বলেন, বিগত দশ মাস ধরে লাগাতার পাশবিক হামলা চালিয়ে ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকার হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে। নারী, পুরুষ, শিশু নির্বিশেষে সকল গাজাবাসীর ওপর নৃশংস বোমা হামলা চালিয়ে সমগ্র উপত্যকাকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেছে ইসরাইল।
গত এক বছরে ইসমাঈল হানিয়ের পরিবারের অন্তত ১৪ জন সদস্যকে শহিদ করেছে ইসরাইলি সেনাবাহিনী। নিহতের তালিকায় রয়েছে তাঁর সন্তান, ভাই, বোন, চাচা প্রমুখ। অবশেষে গাজা উপত্যকার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইসমাঈল হানিয়েকেও হত্যা করল ইসরাইল।
ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ইরানের নব নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডা. মাসুদ পেজেসকিয়ানের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে তেহরান সফরে গিয়েছিলেন হানিয়ে। সেখানে ইরানের প্রেসিডেন্ট, বিদেশমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী প্রমুখের সঙ্গে বৈঠকও করেন তিনি। তারপর তেহরানের এক হোটেলে রাত্রি যাপন করেন। সেখানেই ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়ে ঘুমন্ত অবস্থায় শহিদ করা হয় দেহরক্ষী-সহ ইসমাঈল হানিয়েকে।
এই মর্মে জামাআতের সভাপতি সা'দাতুল্লাহ হোসায়েনি ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, এই জঘন্য অপকর্ম ইসরাইলের নেতানিয়াহু সরকারের সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডের লজ্জাজনক নিদর্শন। এই কাপুরুষোচিত বর্বরতা আবারও প্রমাণ করল ইসরাইল মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রক্রিয়ায় আগ্রহী নয়।
একইসঙ্গে তারা যে মধ্যপ্রাচ্য তথা বিশ্বশান্তির জন্য কতবড় বিপদ ও হুমকি, সেটাও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল ইসরাইল।
বিবৃতিতে সা'দাতুল্লাহ হোসায়েনি গাজাবাসীর প্রতি সমবেদনা ও সংহতি জানিয়ে বলেছেন, মুসলিম বিশ্ব ও মুসলিম সম্প্রদায় মধ্যপ্রাচ্যের এই দুঃসময়ে ফিলিস্তিনি নাগরিকদের দুঃখের ভাগীদার। তাঁর কথায়, ফিলিস্তিনের মাটি ত্যাগ, কুরবানী ও শহিদদের রক্তে রঞ্জিত।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু দুই বাইক আরোহীর

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: শ্রাবণ মাসজুড়ে চলছে জল ঢালার পর্ব। বক্রেশ্বর,তারাপীঠ সহ জেলার বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্র এলাকায় জেলা, রাজ্য তথা অন্যান্য রাজ্য থেকেও পুণ্যার্থীদের জল ঢালার ভীড় লক্ষনীয়।সেরূপ রামপুরহাট এলাকায় অবস্থিত তারাপীঠে জল ঢালতে এসে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় দুই পূন্যার্থীর।ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার দুপুরে রানীগঞ্জ-মোড়গ্রাম ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর রামপুরহাটের মুনসুবা মোড়ের কাছে। মৃতদের পরিচয় সূত্রে জানা যায় যে তাদের বাড়ি বিহারের কাটিহার জেলার কুরসেলাগড় গ্রামে। নাম বিশাল কুমার ও নীতিশ কুমার। মৃতদের অন্য সঙ্গীদের কাছে জানা যায় যে,গতকাল বিহার থেকে তিনটি মোটর সাইকেলে পাঁচ যুবক একত্রে তারাপীঠ মন্দিরে জল ঢালতে আসে। বুধবার দুপুরে তারা রামপুরহাট মুনসুবা মোড়ের কাছে একটি পেট্রোল পাম্পে বাইকে তেল ভরে। তারপর বাইক চালিয়ে ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর ওঠার সময় একটি পাথর বোঝাই লরি তাদের একটি বাইকের মধ্যে থাকা দুজনকে চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়।

গৃহবধুকে খুনের অভিযোগ

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: গৃহবধূকে অ্যাসিড খাইয়ে হত্যার অভিযোগ শ্বশুরবাড়ি লোকেদের বিরুদ্ধে। মৃতার নাম হাসিবা খাতুন (১৯)। মঙ্গলবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে ইসলামপুর থানার গোকুলপুর এলাকায়। গৃহবধুর বাবার বাড়ির লোকেদের দাবি, বিয়ের দু'বছর পরেও পনের জন্য তাদের মেয়েকে শারীরিক নির্যাতন করত স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির সদস্যরা। মঙ্গলবার গৃহবধূকে অ্যাসিড খাইয়ে খুনের অভিযোগ করে বাবার বাড়ির লোকজন। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের দাবি, আত্মহত্যা করেছে ওই গৃহবধূ।
ঘটনায় স্বামীসহ শ্বশুরবাড়ির সকল সদস্যের বিরুদ্ধে ইসলামপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করে বাবার বাড়ির লোকজন। মঙ্গলবার স্বামী আলমগীর শেখকে গ্রেফতার করা হয়। বুধবার তাকে লালবাগ মহকুমা আদালতে তোলা হয়। অন্যদিকে বুধবার দুপুরে লালবাগ হাসপাতাল মর্গে মৃতদেহের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়।

সচেতনতা শিবিরে থানার বড়বাবু

আপনজন: মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে শিশু ও নারী কল্যাণে এক সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করে সাগরদিঘীর এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট। উপস্থিত ছিলেন সাগরদিঘীর ওসি বিজন রায়,নাট্যবিদ রবিন দত্ত, প্রাক্তন শিক্ষক শচীন পাল, সাগরদিঘী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা রেনেরা বেগম সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।
ছবি ও তথ্য: রহমতুল্লাহ

الدعوة
দাওয়াত

- পরিবার ও সমাজে ইসলামের সাম্যনীতি
- নারীর মর্যাদা সমুন্নত করেছে ইসলাম

- কেমন ছিল রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাদাসিধা জীবন
- দোয়ার গুরুত্ব

পরিবার ও সমাজে ইসলামের সাম্যনীতি

আবু সালেহ

মানুষ মহান আল্লাহর সর্বোত্তম সৃষ্টি। মানুষ কখন কোথায় জন্ম লাভ করবে, তা মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। মানুষের আকার-আকৃতি, ভাষা, গোত্র, বর্ণ–সবই আল্লাহ প্রদত্ত। এসবে মানুষের ইচ্ছার কোনো সুযোগ নেই। কাজেই এসবের সঙ্গে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের কোনো সম্পর্কও নেই। মানুষ হিসেবে সবাই সমান। মুক্ত ও স্বাভাবিক প্রকৃতি নিয়েই সব মানুষ জন্ম গ্রহণ করে। এরপর আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের সুযোগ পায়।

পৃথিবীতে শারীরিকভাবে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ার কারণে বা ভাষা, গোত্র, বর্ণের কারণে কাউকে ভিন্নভাবে দেখা বা ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার কোনো সুযোগ ইসলামে নেই। পরিবার ও সমাজে ইসলামের সাম্যনীতি নিম্নরূপ–

(১) মানুষ হিসেবে সবাই সমান : মহান আল্লাহ প্রথমে এই সুন্দর পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। এরপর তাতে মানবজাতিকে পাঠিয়েছেন। প্রথমে আদম (আ.), এরপর হাওয়া (আ.)-কে সৃষ্টি করে তাঁদের মাধ্যমে অসংখ্য মানবের বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন।

কাজেই সবাই তাঁদেরই সন্তান। মানুষ হিসেবে সবাই সমান। আল্লাহ বলেন, 'হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি (আদম) থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তাঁর থেকে তাঁর সঙ্গিনীকে (হাওয়া) সৃষ্টি করেছেন আর বিস্তার করেছেন তাঁদের দুজন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী।' (সুরা : নিসা, আয়াত : ১)

(২) ভাষা ও বর্ণের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই : বিদায় হজের ভাষণে রাসূলুল্লাহ সা. অন্যায়ভাবে মানুষের রক্তপাত বন্ধ, সুদের কুফল, নারীর অধিকার ইত্যাদি আলোচনার পাশাপাশি ভাষা ও বর্ণবৈষম্য পরিহার করে সাম্যের ভিত্তিতে সমাজ প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'হে লোকসকল! জেনে রেখো, তোমাদের রব একজন এবং তোমাদের পিতাও একজন। জেনে রেখো, অনারবের ওপর আরবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই এবং আরবের ওপরও অনারবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কালোর ওপর সাদার এবং সাদার ওপর কালোরও কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র ভিত্তি তাকওয়া। আমি কি তোমাদের নিকট পৌঁছিয়েছি? উপস্থিত সাহাবারা বলেন, হ্যাঁ, আল্লাহর রাসুল! আপনি পৌঁছিয়েছেন।'
(মুসনাদে আহমদ, হাদিস : ২৩৪৮৯)

(৩) ভালোবাসা প্রকাশে সমতা : ভালোবাসা অন্তরের বিষয় হলেও তা প্রকাশ করার পদ্ধতি মানুষের ইচ্ছাধীন। সন্তানদের মধ্যে ভালোবাসা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কমবেশি কাম্য নয়। মা-বাবার কথা ও কাজে এমন ভাব প্রকাশ পাওয়া উচিত নয়, যাতে সন্তানরা বুঝতে পারে যে মা-বাবা অমুককে বেশি ভালোবাসেন বা অমুককে কম ভালোবাসেন। ইবনে জুরাইয থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. জনৈক আনসারি সাহাবিকে ডাকলেন। এরই মধ্যে ওই সাহাবির এক পুত্রসন্তান তাঁর কাছে এলো। তিনি তাকে চুমু খেয়ে বুকে জড়িয়ে নিলেন এবং কোলে বসালেন। কিছুক্ষণ পর তাঁর এক কন্যাসন্তান সেখানে উপস্থিত হলে তিনি তার হাত ধরে নিজের কাছে বসালেন। এটি লক্ষ করে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, 'উভয় সন্তানের প্রতি তোমার আচরণ অভিন্ন হওয়া উচিত ছিল। তোমরা নিজেদের সন্তানদের মধ্যে সমতা রক্ষা করো। এমনকি চুমু দেওয়ার ক্ষেত্রেও।'
(মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাক, হাদিস : ১৬৫০১)

(৪) সন্তানদের সম্পদ প্রদানে সমতা : সন্তানদের কোনো কিছু দেওয়ার ক্ষেত্রেও সমতা রক্ষা করা জরুরি। স্নেহের আতিশয্যে কোনো সন্তানের প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণ কাম্য নয়। আমের (রহ.) বলেন, আমি নুমান ইবনে বশীরকে (রা.) মিম্বারের ওপর বলতে শুনেছি যে আমার পিতা আমাকে কিছু দান করেছিলেন। তখন (আমার মা) আমরা বিনতে রাওয়াহা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সা.-কে সাক্ষী রাখা ছাড়া আমি এতে সম্মত হবো না। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে এলেন এবং বললেন, আমি আমরা বিনতে রাওয়াহার গর্ভজাত আমার পুত্রকে কিছু দান করেছি। আপনাকে সাক্ষী রাখার জন্য সে আমাকে বলেছে। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার সব ছেলেকেই কি এ রকম দিয়েছ?' তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, 'তবে আল্লাহকে ভয় করো এবং আপন সন্তানদের মধ্যে সমতা রক্ষা করো।' নুমান (রা.) বলেন, অতঃপর তিনি ফিরে এসে সেই দানটি ফিরিয়ে নিলেন।
(বুখারি, হাদিস : ২৫৮৭)

(৫) একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সমতা : একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের মধ্যে অবশ্যই সমতা রক্ষা করতে হবে, অন্যথায় পরিবারে হিংসা-বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ার পাশাপাশি স্বামীকে পরকালে আল্লাহর কাজে জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা একজনের প্রতি পুরোপুরি ঝুঁকে পড়ে আরেকজনকে ঝুলন্ত অবস্থায় ফেলে রেখো না।' (সুরা : নিসা, আয়াত : ১২৯)
হাদিসে বলা হয়েছে–আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, 'যার দুজন স্ত্রী আছে, কিন্তু সে তাদের একজনের প্রতি ঝুঁকে পড়ে, কিয়ামতের দিন সে এক অংশ অবশ অবস্থায় উঠবে।' (আবু দাউদ, হাদিস : ২১৩৩)

(৬) উত্তরাধিকার ও অসিয়তে সমতা : মৃত্যুর সময় কোনো সন্তান বা উত্তরসূরিকে বেশি সম্পদ দেওয়ার অসিয়ত করে অন্যকে বঞ্চিত বা ক্ষতিগ্রস্ত করা এতটাই অন্যায়, যা জাহান্নাম পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। এ ছাড়া কোনো উত্তরাধিকারীকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। মহান আল্লাহ কোরআন মাজিদে উত্তরাধিকার নীতিমালা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। এখানে কমবেশি করার সুযোগ নেই। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, কোনো পুরুষ বা স্ত্রীলোক ৬০ বছর ধরে আল্লাহর আনুগত্যমূলক কাজ করে। অতঃপর তাদের মৃত্যু হাজির হলে তারা অসিয়াতের মাধ্যমে ক্ষতিকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ফলে তাদের জন্য জাহান্নামের আগুন নির্ধারিত হয়ে যায়। (তিরমিজি, হাদিস : ২১১৭; আবু দাউদ, হাদিস : ২৮৬৭)
উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা বিষয়ে বলা হয়েছে–আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, 'যে ব্যক্তি তার উত্তরাধিকারীকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করবে আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন জান্নাতের উত্তরাধিকার হওয়া থেকে বঞ্চিত করবেন।'
(ইবনু মাজাহ, হাদিস : ২৭০৩)

(৭) আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমতা : আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় ইসলামের নীতি সবার জন্য সমান। এ ক্ষেত্রে গোত্র, বর্ণ বা ভাষার কোনো প্রভাব নেই। রাসূলুল্লাহ সা.-এর সময়ে অভিজাত পরিবারের এক নারীর চুরির অপরাধ প্রমাণিত হয়েছিল। সবার অনুরোধে উসামা (রা.) তার ব্যাপারে নবী সা.-এর কাছে সুপারিশ নিয়ে গিয়েছিলেন। তখন নবী সা. কিছুটা রাগান্বিত হয়েছিলেন। এরপর মিম্বারে খুতবা দিয়ে বলেছিলেন–'তোমাদের আগের সম্প্রদায়গুলো ধ্বংস হয়েছে, কারণ তারা নিম্নশ্রেণির লোকদের ওপর দণ্ডবিধি কার্যকর করত আর অভিজাত লোকদের অব্যাহতি দিত। সেই সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার জীবন, (আমার কন্যা) ফাতিমাও যদি এমন কাজ করত, তাহলে অবশ্যই আমি তার হাত কেটে দিতাম।' (বুখারি, হাদিস : ৬৭৮৭)

গোপনে নফল আদায় করা উত্তম

ফেরদৌস ফয়সাল

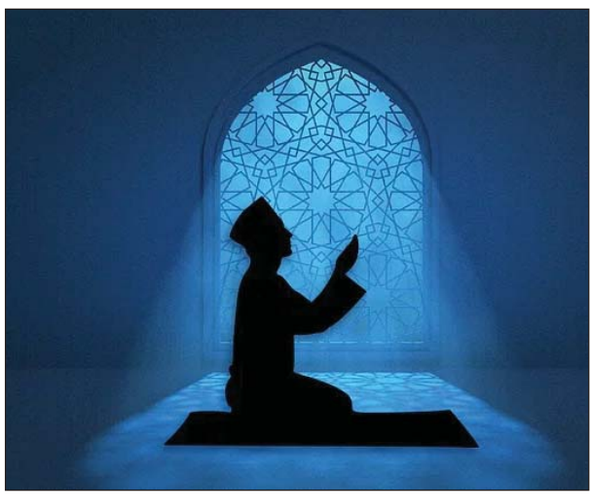

নফল আদায়ের মাধ্যমে একজন বান্দা আল্লাহর প্রিয় হয়ে উঠতে থাকেন। নফল ইবাদত প্রকাশ্যে করলে কোনো অসুবিধা নেই, তবে গোপনে করলে উত্তম। এতে উপকার অনেক বেশি।

ফরজ নামাজ আদায় করা আবশ্যক। এটি অতি অবশ্যই আদায় করতেই হবে। ফরজ আবশ্যক এটি পালনে ব্যক্তির ব্যক্তিগত ইচ্ছার কোনো প্রতিফলন ঘটে না। কিন্তু নফল ইবাদত ব্যতিক্রম। নফল শব্দের অর্থই হলো 'অতিরিক্ত'। অর্থাৎ এটি ফরজের মতো আবশ্যক না হওয়া সত্ত্বেও আমি পড়ছি কেবলমাত্র নিজেরই ইচ্ছায়। আমার উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধান।

আল্লাহ কোরআনে বলেছেন, 'তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান করো, তবে তা ভালো। আর যদি তা গোপনে করো ও অভাবীকে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য আরও ভালো। আর এর জন্য তিনি তোমাদের কিছু-কিছু পাপ মোচন করবেন। তোমরা যা করো, আল্লাহ্ তো তা জানেন।' (সুরা বাকারা, আয়াত: ২৭১)

ফরজ নামাজ যে জামাতে মসজিদে পড়তে হয়, এটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তবে নফল নামাজের ক্ষেত্রে নিজ ঘরই সর্বোত্তম। ফরজ ইবাদত প্রকাশ্যে করা সংগত, যদি না যুক্তিসংগত ও অনিবার্য কোনো কারণ থাকে। যেসব ফরজ প্রকাশ্যে আদায় করাই নিয়ম, সেগুলো অবশ্য গোপনে করা যাবে না। যেমন পুরুষদের মসজিদে গিয়ে জামাতে নামাজ আদায় করা।

রাসুল সা. বলেছেন, ফরজ ছাড়া অন্য নামাজ ব্যক্তির নিজ ঘরে আদায় করা উত্তম। (বুখারি শরিফ)

নফল আমল প্রকাশ্যে করার ব্যাপারে কোনো নিষেধাজ্ঞা তাই বলে নেই। তবে দান যেমন প্রকাশ্যে করার চেয়ে গোপনে করাই সুন্দর, নফলও তেমনই গোপনে আমল করাই উত্তম।

কেমন ছিল রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাদাসিধা জীবন

ইবরাহীম আল খলীল

রাসূলুল্লাহ সা.-এর জীবন ছিল অনাড়ম্বর ও সাদাসিধা। তিনি জাঁকজমকহীন জীবনযাপন করা পছন্দ করতেন। রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়েও অনাড়ম্বর জীবনযাপন করে তিনি বিরল নজির স্থাপন করেছেন। তিনি সাদাসিধা জীবনযাপন করতেন। তাঁর বসবাস ছিল সাধারণ ছোট একটি গৃহে। গৃহে ছিল না কোনো দামি আসবাব। শয়ন করতেন চাটাইয়ে। যার ফলে দেহ মোবারকে চাটাইয়ের দাগ পড়ে যেত।

ভীষণ খাদ্যকষ্টেও তিনি দিনাতিপাত করেছেন। শুধু নিজে না, বরং বিলাসী জীবন পরিহার করতে তিনি সাহাবায়ে কিরামকে আদেশ করেছেন। বর্ণিত আছে, তিনি যখন মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.)-কে শাসনভার অর্পণ করে ইয়েমেনে পাঠাচ্ছিলেন, তখন তাঁকে কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন। সেগুলোর মধ্যে অন্যতম উপদেশ ছিল, 'হে মুয়াজ, নিজেকে বিলাসিতা থেকে বাঁচিয়ে রেখো। কেননা আল্লাহর বিশেষ বান্দারা বিলাসী জীবনযাপন করে না।' (শুআবুল ঈমান, হাদিস : ৫৭৬৬)

প্রকৃত মুমিন বান্দা জান্নাতের সুখ-শান্তির জন্যই সব পার্থিব আরাম-আয়েশ বিসর্জন দিয়ে থাকে। হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সা. আমাকে বলেন, হে আয়েশা, যদি তুমি (ইহকাল ও পরকালে) আমার সান্নিধ্য লাভের ইচ্ছা রাখো, তবে দুনিয়ার সম্পদ থেকে এ পরিমাণ নিজের জন্য যথেষ্ট মনে কোরো, যে পরিমাণ একজন মুসাফিরের পাথেয় হিসেবে যথেষ্ট হয় এবং ধনাঢ্য ব্যক্তিদের সাহচর্য থেকে বেঁচে থাকো। আর তালি না লাগানো পর্যন্ত কোনো কাপড়কে পুরনো মনে কোরো না। (জামে তিরমিজি, হাদিস : ১৭৮)

রাসূলুল্লাহ সা.-এর বিলাসিতাহীন খাবার গ্রহণ

রাসূলুল্লাহ সা. খাবারদাবারের ব্যাপারে অল্পে তুষ্ট ছিলেন। চলা যায়, এমন খাবার তিনি যথেষ্ট মনে করতেন। উরউয়াহ (রা.) বলেন, একবার আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) আমাকে বলেন, হে ভাগ্নে! আমরা দুই মাসে তিনটি নতুন চাঁদ দেখতাম। কিন্তু (এর মধ্যে) আল্লাহর রাসুলের বাড়ির চুলাগুলোতে আগুন জ্বলত না। আমি বললাম, আপনারা কিভাবে দিনাতিপাত করতেন? তিনি বলেন, দুটি কালো বস্তু খেজুর ও পানি দিয়ে। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬৪৫৯)

অন্য এক বর্ণনায় হজরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সা. মদিনায় আসার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর পরিবারের লোকেরা একনাগাড়ে তিন রাত গমের রুটি পেট পুরে খাননি। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫৪১৬)

আবু কাতাদাহ (রহ.) বলেন, আমরা একবার আনাস বিন মালেক (রা.)-এর দাওয়াতে হাজির হলাম। খাওয়ার শুরুতে তিনি আমাদের উদ্দেশে বলেন, আপনারা খান! আমার জানা নেই, রাসূলুল্লাহ সা. মৃত্যুর সময় পর্যন্ত পাতলা রুটি দেখেছেন কি না। আর তিনি কখনো ভুনা বকরির গোশত চোখে দেখেননি। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫৪২১)

তবে সুস্থ-সবল শরীরে আল্লাহর ইবাদত করার উদ্দেশে সাধ্যমতো উত্তম ও সুস্বাদু খাবার গ্রহণে ইসলামের কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। কিন্তু অতিরিক্ত খাবার গ্রহণ ও অপচয় করা থেকে নিরুত্সাহ করা হয়েছে। যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু খাওয়া, তার বেশি নয়। আবার অল্পে তুষ্ট থাকা মুমিনের অন্যতম গুণ।

রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাদাসিধা পোশাক

আড়ম্বরতা এড়িয়ে চলা এবং সাদাসিধা পোশাক পরা ঈমানের পরিচায়ক। এটি রাসূলুল্লাহ সা.-এর সুন্নত। তিনি জৌলুস ও চাকচিক্য পছন্দ করতেন না। নিতান্ত সাদাসিধা পোশাক পড়তেন। এক হাদিসে তিনি ইরশাদ করেন, সাদাসিধা হওয়া ঈমানের পরিচায়ক, সাদাসিধা হওয়া ঈমানের পরিচায়ক, সাদাসিধা হওয়া ঈমানের পরিচায়ক। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, কোন ক্ষেত্রে সাদাসিধা? তিনি বলেন, পোশাকের ক্ষেত্রে। (কিতাবুয যুহুদ)

তবে মনে রাখতে হবে, সাদাসিধার অর্থ মোটেও নোংরামি, অপরিচ্ছন্নতা ও অসৌন্দর্য নয়। মুমিনের পরিহিত পোশাক সব সময় সুন্দর ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে। নামাজসহ অসংখ্য ইবাদতের জন্য পোশাকের পবিত্রতা আবশ্যক করা হয়েছে। তবে অহংকার সৃষ্টি হয়–এমন পোশাক পড়তে নিষেধ করেছেন রাসূলুল্লাহ সা.। তিনি বলেন, 'যার হৃদয়ে অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, কিছু মানুষ তো তাদের কাপড় ও জুতা সুন্দর হওয়া পছন্দ করে। তখন তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। আর অহংকার সত্য বিলুপ্ত করে এবং মানুষকে অসম্মান করে।' (সহিহ মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ সা.-এর অনাড়ম্বর শয়নস্থল

রাসূলুল্লাহ সা. আখিরাতমুখী সাদামাটা জীবনযাপন করতেন। দুনিয়ার যৎমান্য আসবাবে তাঁর অল্পে তুষ্টির নমুনা তুলনাহীন। পৃথিবীর আর কারো ক্ষেত্রে এ রকম দেখা যায় না। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সা. একটি খেজুরপাতার মাদুরে শুয়েছিলেন। তাঁর দেহের চামড়ায় (মাদুরের) দাগ বসে গেল। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমার মা-বাবা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক। আপনি আমাদের অনুমতি দিলে আমরা আপনার জন্য মাদুরের ওপর কিছু (তোশক) বিছিয়ে দিতাম। তাহলে তা আপনাকে দাগ লাগা থেকে বাঁচিয়ে রাখত। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, দুনিয়ার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক? আমি দুনিয়ায় এমন এক মুসাফির ছাড়া তো কিছু নই, যে একটি গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিল। অতঃপর তা ত্যাগ করে গন্তব্যের দিকে চলে গেল। (জামে তিরমিজি, হাদিস : ২৩৩৭)

আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সা.-এর বিছানা ছিল চামড়ার তৈরি এবং তার ভেতরে ছিল খেজুরপাতার আঁশ। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬৪৫৬)

অন্য বর্ণনায় এসেছে, তাঁর ব্যবহৃত বালিশ ছিল চামড়ার তৈরি, যার ভেতরে ছিল খেজুরগাছের ছাল। (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ৪১৪৬)

ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সা.-এর ঘরের আসবাবের বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. একটি চাটাইয়ের ওপর শুয়ে ছিলেন। চাটাইয়ের ওপর কিছুই ছিল না। তাঁর মাথার নিচে ছিল খেজুরের ছালভর্তি চামড়ার বালিশ। আমি তাঁর শরীরে চাটাইয়ের দাগ দেখে কেঁদে ফেললাম। তিনি বলেন, কাঁদছ কেন? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! কায়সার ও কিসরা ভোগ-বিলাসে মত্ত, অথচ আপনি আল্লাহর রাসুল! তিনি বলেন, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে তাদের জন্য পার্থিব জীবন ও আমাদের জন্য পরকাল। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৪৯১৩)

একজন মুমিনের নমুনা যেমন হবে

একজন মুমিনের জীবনের বাস্তব নমুনা হবে রাসূলুল্লাহ সা. এবং তাঁর সাহাবিরা। রাসূলুল্লাহ সা. সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হয়েও কখনো বিলাসিতার ধারে-কাছেও যাননি। খেজুর পাতার বিছানায় ঘুমাতেন। যার ফলে পিঠে দাগ পড়ে যেত। আরো কত কত কষ্ট করেছেন তিনি। অথচ আমরা আজ কোথায়? একবারও কি কল্পনা করেছি নিজেকে নিয়ে? নিজেকে একটু মিলিয়ে দেখেছি? রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, তোমরা কি শুনতে পাওনা! তোমরা কি শুনতে পাওনা যে সাদাসিধা জীবন যাপন করাই হলো ঈমানের অংশ, সাদাসিধা জীবন যাপন করা হলো ঈমানের অংশ। (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ৪১৬১)

এই ছিল রাসূলুল্লাহ সা.-এর অনাড়ম্বর জীবন যাপনের দৃশ্য। তাঁর জীবনাদর্শে আছে আমাদের ইহকাল ও পরকালের সফলতা।

তওবায় মেলে আল্লাহর নেয়ামত ও সন্তুষ্টি

বিশেষ প্রতিবেদন

মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে তওবা করা অসম্ভব আনন্দের মুহূর্ত। আল্লাহ সবাইকে তার কাছে তওবা করার নির্দেশ দিয়েছেন। তওবায় আল্লাহর নেয়ামত ও সন্তুষ্টি মেলে। আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে ফিরে যাওয়ার পথ তওবা। তওবাকারীকে আল্লাহ দান করেন অসংখ্য নেয়ামত।

হজরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) বর্ণনা করেছেন যে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, আল্লাহ তার বান্দার তওবায় সেই ব্যক্তির চেয়েও বেশি খুশি হন, যার উট গভীর মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়ার পর আবার সে তা ফিরে পায়। (বুখারি ও মুসলিম)

সাইয়েদুল ইসতেগফার পড়ে তওবা করুন, 'আল্লাহুম্মা আংতা রাব্বি লা ইলাহা ইল্লা আংতা খালাক্বতানি ওয়া আনা আবদুকা ওয়া আনা আলা আহিদকা ওয়া ওয়াদিকা মাসতাতাতু আউজুবিকা মিন শাররি মা সানাতু আবুউলাকা বিনিমাতিকা আলাইয়্যা ওয়া আবুউলাকা বিজাম্বি ফাগ্ফিরলি ফা-ইন্নাহু লা ইয়াগফিরুজ জুনুবা ইল্লা আংতা।' অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ! তুমিই আমার প্রতিপালক। তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই। তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমারই বান্দা। আমি যথাসাধ্যভাবে তোমার সঙ্গে প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকারে আবদ্ধ। আমি আমার সব কৃতকর্মের কুফল থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই। তুমি আমাকে তোমার যে নেয়ামত দিয়েছ, তা স্বীকার করছি। আর আমার করা গুনাহ্র কথাও স্বীকার করছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করো। কারণ, তুমি ছাড়া আর কেউ (আমার) গুনাহ্ ক্ষমা করতে পারবে না।'

হাদিসে আছে, বান্দার তওবায় আল্লাহ সেই লোকের চেয়েও খুশি হন–যার খাদ্য ও পানীয় নিয়ে সওয়ারি উট হঠাৎ গভীর মরুভূমিতে হারিয়ে গেছে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর লোকটি হতাশ হয়ে একটি গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়ল। সে অবস্থায় হঠাৎ উটটিকে নিজের কাছে দাঁড়ানো দেখতে পেলে সে উটের লাগাম ধরে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বলতে লাগল, 'হে আল্লাহ! তুমি আমার বান্দা! আর আমি তোমার প্রভু! সে আনন্দে অতিশয্যেই এ ধরনের ভুল করে বসল। (মুসলিম)

নারীর মর্যাদা সমুন্নত করেছে ইসলাম

আবদুর রশিদ

দুনিয়ার যে কোনো ধর্মের চেয়ে নারী অধিকারের প্রতি ইসলাম সহানুভূতিশীল, নারীর প্রাপ্য মর্যাদার প্রতি যত্নবান। জননী হিসেবে, কন্যা হিসেবে, স্ত্রী হিসেবে ইসলামে নারীর যে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে তা অন্য কোনো ধর্মে নেই। রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মায়ের পায়ের তলে সন্তানের বেহেশত।' দাম্পত্য জীবনে স্বামীর ওপর স্ত্রীর হক যথাযথভাবে আদায়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেছে ইসলাম। হাদিসে বলা হয়েছে, 'সামর্থ্যবানের জন্য অন্যের পাওনা পরিশোধে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা জুলুম। এ জন্য তার শাস্তি ও অকল্যাণ অবধারিত।' স্ত্রীর ন্যায়সংগত অধিকার দেনমোহর ও খোরপোশ না দেওয়াও উপরোক্ত হাদিস অনুযায়ী স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর ওপর জুলুমের শামিল। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, 'কিয়ামতের দিন পর্যায়ক্রমে একে একে প্রত্যেক নারী-পুরুষকে বন্দি অবস্থায় সমবেত সব হাশরবাসীর সামনে হাজির করা হবে এবং বলা হবে, এ হচ্ছে অমুকের ছেলে বা অমুকের মেয়ে, যদি এর কাছে কেউ কিছু পাওনা থাকো তবে আদায় করে নাও। এ সময় অধিকারহারা সেই নারী খুশি হবে যে পিতা, ভাই ও স্বামীর কাছে স্বীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। সে তাদের কাছ থেকে নিজের পাওনা আদায় করে নেবে। অতঃপর তিনি সুরা মুমিনুনের ১০১ নম্বর আয়াত পাঠ করলেন- 'সেদিন তাদের পারস্পরিক আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকবে না এবং একে অন্যকে জিজ্ঞাসাবাদও করবে না'। সেদিন করুণাময় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা নিজের হক মাফ করে দেবেন, কিন্তু অন্য মানুষের পাওনা কিছুমাত্রও মাফ করবেন না। অতঃপর আল্লাহ ওই নারী বা পুরুষকে হাশরবাসীর সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে দাবিদারদের বলবেন, তোমাদের পাওনা বুঝে নিতে এগিয়ে আসো। [রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন] আল্লাহ ফেরেশতাদের নির্দেশ দেবেন, এর নেক আমল থেকে প্রত্যেক পাওনাদারকে তার পাওনা অনুসারে দিয়ে দাও'। এভাবে সব পাওনাদারকে দেওয়ার পর যদি অল্প পরিমাণও নেক আমল অবশিষ্ট থেকে যায় এবং সার্বিক আমলের নিরিখে সে যদি আল্লাহর প্রিয়পাত্র প্রমাণিত হয়, তবে তার অবশিষ্ট নেক আমল বাড়িয়ে দেওয়া হবে, যেন সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে। পরিশেষে তাকে জান্নাতে পৌঁছে দেওয়া হবে। আর সার্বিক বিচারে সে যদি পাপী প্রমাণিত হয় এবং তার কোনো সৎ কাজও অবশিষ্ট না থাকে, তবে ফেরেশতারা আরজ করবেন, 'ইয়া আল্লাহ! এর সব পুণ্য ফুরিয়ে গেছে, অথচ এখনো অনেক পাওনাদার রয়ে গেছে'। আল্লাহ তখন বলবেন, 'এর পাপের সঙ্গে পাওনাদারদের পাপগুলো মিলিয়ে দাও এবং একে জাহান্নামে ফেলে দাও'। ইসলাম সামাজিক জীবনে নারীর সম্মান সমুন্নত রাখার ওপরও গুরুত্বারোপ করেছে। আল কোরআনে আল্লাহ ঘোষণা করেন, 'যারা সতী-সাধ্বী, নিরীহ মুমিন নারীদের বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করে, তারা ইহলোক ও পরলোকে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য রয়েছে গুরুতর শাস্তি।' সুরা আন নূর, আয়াত ২৩। উপরোক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়েছেন, কোনো সতী-সাধ্বী নারীর ওপর ব্যভিচার ও অশ্লীলতার অপবাদ আরোপকারী ইহলোক ও পরলোকে অভিশপ্ত, তার জন্য গুরুতর শাস্তি অপেক্ষমাণ। দুনিয়ায়ও তাকে শাস্তি পেতে হবে।

আল কুরআনের বাণী
মেয়ে সন্তানের প্রতি বিরূপ আচরণ নয়

'যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন তার মুখ অন্ধকার হয়ে যায় এবং অসহ্য মনস্তাপে ক্লিষ্ট হতে থাকে। তাকে শোনানো সুসংবাদের দুঃখে সে লোকদের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে থাকে। সে ভাবে, অপমান সহ্য করে তাকে থাকতে দেবে নাকি তাকে মাটির নিচে পুঁতে ফেলবে। শুনে রাখো, তাদের ফায়সালা খুবই নিকৃষ্ট।' -(সূরা আন-নাহল, আয়াত : ৫৮-৫৯)

বিশেস প্রতিবেদক

যেসব পাপের শাস্তি আল্লাহ দুনিয়াতেই দেন

পাপ করলে তার শাস্তি অবশ্যই ভোগ করতে হবে। অধিকাংশ পাপের শাস্তি হবে পরকালে। সবারই জানা উচিত যে পাপের অবশ্যই একটা শাস্তি আছে। যদিও আল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল। ক্ষমা করা হলো তার দয়া, আর শাস্তি দেওয়া হলো তার আদল বা ন্যায়বিচার।
মহান আল্লাহ তাআলা কোনো কোনো পাপের শাস্তি দুনিয়ায়ও দিয়ে থাকেন। আবার কোনো কোনো পাপের শাস্তি দিতে পরকালের জন্য বিলম্ব করেন।
পাঁচটি জঘন্যতম পাপের শাস্তি আল্লাহ তাআলা দুনিয়ায়ই দিয়ে থাকেন।
মহানবী সা. বলেছেন–১. কোনো জাতি অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে আল্লাহ তাআলা শত্রুদের তাদের ওপর চাপিয়ে দেন। ২. আল্লাহ প্রদত্ত বিধান ছাড়া বিচার ফায়সালা করা হলে তাদের মধ্যে দারিদ্র্য বিস্তারলাভ করে। ৩. কোনো জাতির মধ্যে ব্যভিচার বিস্তারলাভ করলে তাদের মধ্যে মহামারি ছড়িয়ে পড়ে। ৪. কোনো জাতি পরিমাপে ও ওজনে কম দিলে তাদের ফসলহানি ঘটে এবং দুর্ভিক্ষ তাদের পাকড়াও করে। ৫. আর কোনো জাতি জাকাত দিতে অস্বীকার করলে, তাদের মধ্যে বৃষ্টি বন্ধ করে দেওয়া হয় (বাজজার, মুয়াত্তা)।
অঙ্গীকার পূর্ণ না করা: অঙ্গীকার পূর্ণ করা মুমিনের অন্যতম গুণ। পবিত্র কোরআন ও হাদিসে এ প্রসঙ্গে অনেক গুরুত্ব বর্ণনা এসেছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'আর অঙ্গীকার পূর্ণ করো। অবশ্যই অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ' (সুরা : বনি ইসরাঈল : ৩৪)। অন্যত্র ইরশাদ করেছেন, 'হে মুমিনরা! তোমরা অঙ্গীকারগুলো পূর্ণ করো। ' (সুরা : মায়েদা : ১)। অঙ্গীকার ভঙ্গ করা হারাম এবং মুনাফেকি। মহানবী সা. বলেছেন, 'চারটি দোষ যায় মধ্যে থাকবে সে পরিপূর্ণ মুনাফিক। আর যার মধ্যে এসবের একটি দোষ থাকবে, তার মধ্যে মুনাফেকির একটি উপাদান থাকবে, যতক্ষণ সে তা বর্জন না

করে, কথা বললে মিথ্যা বলে, আমানত রাখলে খেয়ানত করে, অঙ্গীকার করলে ভঙ্গ করে এবং ঝগড়া করলে সীমা ছাড়িয়ে ফেলে। ' (সহিহ বুখারি ও মুসলিম)।
কোরআন অনুযায়ী বিচার না করা : কোরআন অনুযায়ী বিচার করা আবশ্যক। কোরআনবর্জিত বিচারকার্য করা মুনাফেকি। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, 'আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান অনুযায়ী যারা বিচার করে না তারা কাফির। ' (সুরা : মায়েদা : ৪৪)। অন্য আয়াতে এসেছে, 'যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিচারকার্য সম্পাদন করে না, তারা জালিম। ' (সুরা : মায়েদা : ৪৫)। যারা আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান অনুসারে বিচার করে না, তারা ফাসিক (সুরা : মায়েদা : ৪৭)। মহানবী সা. বলেছেন, 'যে বিচারক আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার করে না, আল্লাহ তার নামাজ কবুল করেন না। ' (হাকেম)। হজরত ফুজাইল ইবন ইয়াজ বলেন, 'একজন বিচারপতির উচিত এক দিন বিচারকার্য পরিচালনা করা, আর এক দিন নিজের জন্য কান্নাকাটি করা। '
ব্যভিচার করা: ব্যভিচার করা মারাত্মক গুনাহ। আল্লাহ তাআলা ব্যভিচারের কাছেও যেতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না। তা একটি অশ্লীল কাজ এবং খারাপ পন্থা। ' (সুরা : বনি ইসরাঈল : ৩২)। ব্যভিচারের শাস্তিও মারাত্মক। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, '(অবিবাহিত) ব্যভিচারী পুরুষ ও ব্যভিচারিণী নারী উভয়কে ১০০ করে বেত্রাঘাত করো। ' (সুরা : আন নূর ২)
আর বিবাহিত হলে তাদের শাস্তি হলো, কোমর পর্যন্ত মাটির নিচে পুঁতে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা। মহানবী সা. বলেছেন, বিচার দিবসে তিন ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না ও তাদের পবিত্রও করবেন না এবং তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নির্ধারিত থাকবে। তারা হলো ব্যভিচারী, মিথ্যাবাদী শাসক এবং অহংকারী দরিদ্র। হজরত ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদা আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসুল! আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড় গুনাহ কী? তিনি প্রত্যুত্তরে বলেন, আল্লাহর সঙ্গে শিরক করা। অথচ তিনি প্রত্যেক প্রাণীর স্রষ্টা। আমি আবার প্রশ্ন করলাম, তারপর কী? তিনি বললেন, তোমার সন্তান তোমার সঙ্গে আহার করবে–এ আশঙ্কায় তাকে হত্যা করা। আমি আবার আরজ করলাম, তারপর কী? তিনি প্রত্যুত্তরে বলেন, তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে তোমার ব্যভিচার করা। (সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম)।
পরিমাপ ও ওজনে কম দেওয়া: পরিমাপ ও ওজনে কম দেওয়া করিরা গুনাহ। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'যারা মাপে কম দেয়, তাদের জন্য দুর্ভোগ, যারা লোকের কাছ থেকে যখন মেপে নেয়, তখন পূর্ণ মাত্রায় নেয়, আর যখন লোকদের মেপে দেয় কিংবা ওজন করে দেয়, তখন কম করে দেয়। ' (সুরা: আত-তাফফিফ ১-৬)। আরো ইরশাদ করেন, মেপে দেওয়ার সময় পূর্ণ মাপে দেবে এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করবে। এটা উত্তম, এর পরিণাম শুভ (সুরা : বনি ইসরাঈল : ৩৫)।
অন্যত্র ইরশাদ করেন, সোজা দাঁড়িপাল্লায় ওজন করো। মানুষকে তাদের বস্তু কম দিও না' (সুরা : শুয়ারা : ১৮২-১৮৩)। আরো ইরশাদ করেন, ন্যায়ের সঙ্গে ওজন ও মাপ পূর্ণ করো (সুরা : আনআম : ১৫২)। হজরত শুয়াইব (আ.) তার জাতিকে বলেছিলেন, তোমরা মাপ ও ওজনে পূর্ণ করো এবং মানুষকে তাদের দ্রব্যাদি কম দিয়ো না। (সুরা : আরাফ : ৮৫)
যাকাত না দেওয়া: জাকাত ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের একটি এবং আর্থিক ইবাদত। কোরআন মজিদে যত স্থানে নামাজ কায়েম করার কথা রয়েছে, সেখানে জাকাত দাও–এ কথাও রয়েছে। স্বীয় সম্পদকে পবিত্র করার উত্তম পন্থা হলো জাকাত প্রদান। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'আর নামাজ কায়েম করো, জাকাত দান করো এবং নামাজে অবনত হও তাদের সঙ্গে যারা অবনত হয়। ' (সুরা : বাকারা : ৪৩)। আরো ইরশাদ করেন, আপনি তাদের সম্পদ থেকে জাকাত গ্রহণ করেন, যা দ্বারা পবিত্র এবং পরিশোধিত করবেন। (সুরা : তওবা : ১০৩)।
মহানবী সা. বলেছেন, তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদের জাকাত আদায় করো। আল্লামা শামি বলেছেন, জাকাত প্রদানের দ্বারা সম্পদে বরকত হয়। (রদ্দুল মুহতার, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১)।
ইয়া রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তায়ালা! আমাদের উক্ত আমলগুলো করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

দোয়ার গুরুত্ব

বিশেষ প্রতিবেদন

দোয়া শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো চাওয়া। প্রার্থনা করা। বিনয়ের সঙ্গে উপকার লাভের জন্য মহান রব্বুল আলামিনের দরবারে নিজের ক্ষতি ও অপকার থেকে বাঁচার জন্য কায়মনোবাক্যে আল্লাহর কাছে চাওয়াই হলো দোয়া। দোয়া ইবাদতের শামিল। আমরা সাধারণত কোনো বিপদে পড়লে বা দুঃখ-কষ্টে আবর্তিত হলে কিংবা কোনো জটিল সমস্যায় পড়লে বন্ধু বা আত্মীয়ের শরণাপন্ন হই। তাদের সাহায্য চাই। অথচ এসব ক্ষেত্রে মুমিনের উচিত, কোনো বান্দার কাছে দুঃখ-কষ্ট বা সমস্যার কথা না বলে মহান রব্বুল আলামিনের দরবারে পেশ করা। তাঁর সাহায্য চাওয়া। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রসুল সা. বলেছেন, 'যদি কোনো ব্যক্তি দুঃখ-কষ্ট, অভাব বা সমস্যায় পতিত হয়, তা সে মানুষের কাছে না বলে আল্লাহর কাছে পেশ করে তাহলে অচিরেই আল্লাহ তাকে নিকটবর্তী বা দূরবর্তী রিজিক প্রদান করবেন' (তিরমিজি, আবু দাউদ)। রসুল সা. আরও বলেছেন, 'আল্লাহ প্রত্যেক রাতে আসমানের নিচে নেমে আসেন এবং আহ্বান করেন, কোনো প্রার্থনাকারী কেউ আছে কি? যদি কেউ কিছু চায় তাহলে আমি তাকে তা প্রদান করব। ক্ষমা চাইলে ক্ষমা, রিজিক চাইলে রিজিক, বিপদ থেকে মুক্তি অর্থাৎ যে যা চাইবে আমি তাকে তা দেব' (মুসনাদে আহমাদ ৪/৮১)
সুবহানাল্লাহ। এর চেয়ে আল্লাহর দরবারে আমাদের চাওয়ার আর কী আছে।
আমর ইবনু আম্বসা (রা.) বলেন, 'বান্দা তার প্রভুর সবচেয়ে নৈকট্য লাভ করে যখন সে সিজদায় থাকে এবং যখন সে রাতের শেষ তৃতীয়াংশের সালাত আদায়ের জন্য দাঁড়ায়। অতএব রাতের সে সময়ে যারা আল্লাহর জিকির করে, তুমি যদি তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পার, তাহলে তুমি হবে সফলকাম' (তিরমিজি)।
দোয়া কবুলের অন্যতম সময় হলো আজান ও ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়। এ সময়ের দোয়া আল্লাহ কবুল করেন। রোজার মাসে ইফতারের সময় দোয়া করলে আল্লাহ তাও কবুল করেন।
জিহাদের ময়দানের দোয়াও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পছন্দনীয়। শুক্রবার এমন একটি সময় রয়েছে তখন যে কোনো মুসলিম বান্দা দোয়া করলে দোয়া কবুল হয়। বড় আলেমদের মতে, সেই সময়টা আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত। তবে দোয়া করার ক্ষেত্রে পবিত্র হওয়া, পবিত্র স্থানে বসে ও হালাল খেয়ে দোয়া করা জরুরি।
কাবা শরিফের দরজার কাছে মুলতাজামে, সাফা মারওয়া পাহাড়ের ওপরে, তাওয়াফের সময় এবং আরাফাতের ময়দানের দোয়া আল্লাহ কবুল করেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন, 'হে নবী আমার কোনো বান্দা যখন তোমাকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে, তুমি তাকে বলে দিও আমি তার একান্ত কাছেই আছি, আমি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিই যখন সে আমাকে ডাকে, তাই তাদেরও উচিত আমার ডাকে সাড়া দেওয়া এবং আমার ওপর ইমান আনা। আশা করা যায়, তারা সঠিক পথের সন্ধান পাবে' (সুরা বাকারা-১৮৬)।
আল্লাহ আরও বলেন, 'তোমরা বিনয়ের সঙ্গে ও চুপিসারে তোমাদের রবকে ডাকো।' 'তোমরা ভয় ও আশা নিয়ে একমাত্র তাঁকেই ডাকো।' (সুরা আরাফ, আয়াত ৫৫-৫৬)। এই আয়াত দুটিতে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, কীভাবে আল্লাহকে ডাকতে হবে বা তাঁর কাছে চাইতে হবে। আল্লাহ আরও বলেন, 'তোমরা যারা ইমান এনেছ, ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে তোমরা আমার (আল্লাহর) সাহায্য প্রার্থনা কর।' (সুরা বাকারা-১৫৩)।
আমাদের মনে রাখতে হবে, আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা ও প্রত্যাশার মাধ্যমে বান্দা তাঁর নিকটবর্তী হয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হয়।
আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।' (সুরা মুমিন-৬০)। সুতরাং আমরা যদি ইবাদতে মনোযোগী হয়ে আল্লাহর কাছে চাইতে পারি, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের ডাকে সাড়া দেবেন এবং আমাদের দুনিয়ার সব পেরেশানি ও সমস্যা থেকে মুক্তি দান করবেন। তাই দোয়া করতে হবে একাগ্রতা নিয়ে। নিষ্ঠার সঙ্গে। রসুল সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় এই দোয়াটি পাঠ করবে সে বিপদমুক্ত থাকবে- 'বিসমিল্লাহহিল্লাজি লা ইয়া দুররু মা আসমিহি শাইউন ফিল আরদ্বি ওয়ালা ফিসসামায়ি ওয়া হুয়াস সামিউল আলিম।' অর্থ আল্লাহর নামে, যার নামের বরকতে আসমান ও জমিনের কোনো বস্তুই ক্ষতিই করতে পারে না। তিনি সর্বশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী।
আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বেশি বেশি নেক আমল ও দোয়া করার তৌফিক দান করুন।

লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাজ জোয়ালিমিন কখন পড়বেন

ফেরদৌস ফয়সাল

হজরত ইউনুস (আ.) ছিলেন একজন নবী। সুরা ইউনুস নামে পবিত্র কোরআনে স্বতন্ত্র একটি সুরা আছে। এই সুরায় তওহিদের প্রমাণ ও অংশীবাদের প্রতিবাদ রয়েছে। সুরাটিতে অবিশ্বাসীদের সম্বোধন করে তওহিদ, ওহি, নবুয়ত ও পরকালের সত্যতা ঘোষণা করা হয়েছে।
সুরা ইউনুস ছাড়াও কোরআনে আরও ছয়টি সুরায় হজরত ইউনুস (আ.) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দুজন নবী মায়ের নামে পরিচিত হয়েছেন। একজন হজরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ.), অন্যজন হজরত ইউনুস ইবনে মাত্তা (আ.)। মাত্তা হজরত ইউনুস (আ.)-এর মায়ের নাম। মায়ের নামেই তাঁকে ইউনুস ইবনে মাত্তা বলা হয়। কোরআনে তাঁকে তিনটি নামে উল্লেখ করা হয়েছে–ইউনুস, জুননুন ও সাহিবুল হুত। জুননুন ও সাহিবুল হুতের অর্থ মাছওয়ালা। মাছ-সংশ্লিষ্ট ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে তাঁকে এ নামে ডাকা হয়েছে। হজরত ইউনুস (আ.)-কে বর্তমান ইরাকের মসুল নগরীর কাছাকাছি নিনাওয়া জনপদে নবী হিসেবে পাঠানো হয়েছিল। সুরা সাফফাতের ১৪৭ আয়াতে এ নিয়ে আলোচনা আছে। তিনি মসুলবাসীকে আল্লাহর পথে ডাকলেন। আখিরাতের বিষয়ে সতর্ক করলেন। কিন্তু তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁর কথা শোনেনি। নবী ইউনুস (আ.) তাদের ইমান নিয়ে হতাশ হয়ে পড়লেন।
তিন দিনের মধ্যে আল্লাহর আজাব তাদের ওপর নিপতিত হচ্ছে ঘোষণা দিয়ে তিনি নিজ এলাকা ছেড়ে গেলেন। কিন্তু এলাকা ছাড়ার ব্যাপারে তিনি আল্লাহর নির্দেশের

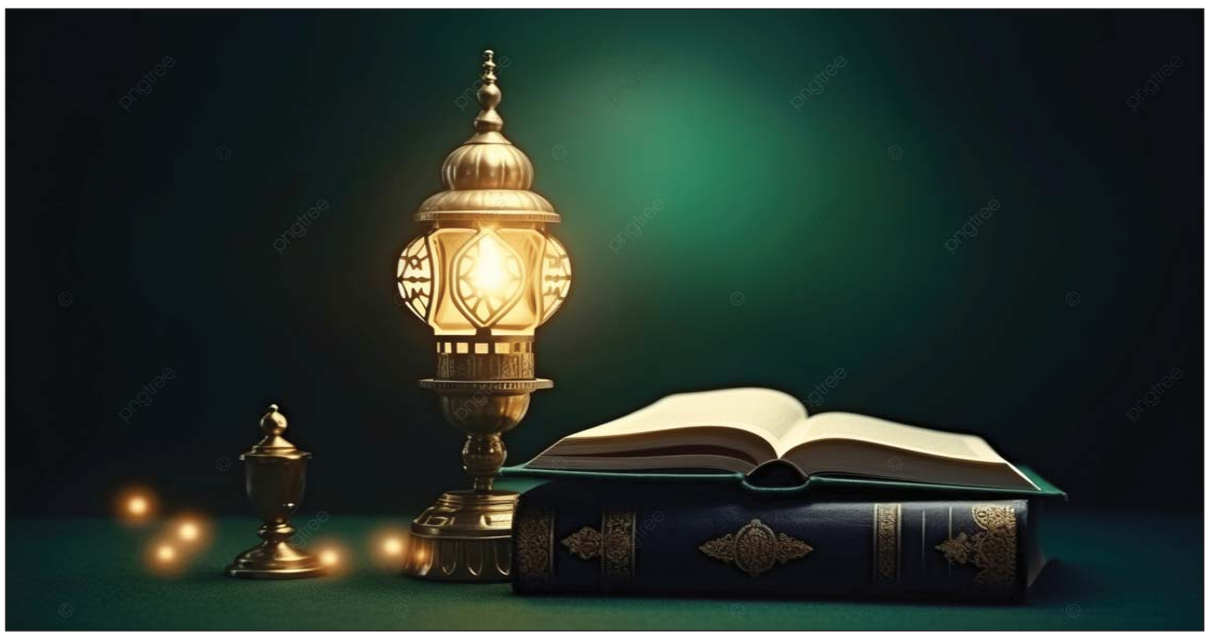

অপেক্ষা করেননি। আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষা না করে তাঁর নিজে নিজে বের হয়ে যাওয়াটা আল্লাহর পছন্দ হয়নি। এ ধরনের বিচ্যুতিতে আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের শিক্ষা দিয়ে থাকেন। হজরত ইউনুস (আ.) এলাকা ছাড়ার পর লোকজন ভয় পেয়ে গেল যে এবার নিশ্চিত আল্লাহর আজাব চলে আসবে। তারা লোকালয় ছেড়ে বনবাদাড়ের দিকে চলে গেল। গবাদিপশু ও শিশুদেরও সঙ্গে নিল। সেখানে সবাই আল্লাহর কাছে আশ্রয় ও ক্ষমা প্রার্থনা করল। তাদের তওবার কারণে আল্লাহ তাদের ওপর থেকে আজাব সরিয়ে নেন।
এলাকা ছাড়ার পর হজরত ইউনুস (আ.) ভাবলেন, তার সম্প্রদায় হয়তো আল্লাহর আজাবে ধ্বংস হয়ে গেছে। তিনি কল্পনাও করেননি যে তারা তওবা করে আল্লাহর প্রতি ইমান নিয়ে আসবে। তিনি যখন জানতে পারলেন, তারা সবাই ইমান নিয়ে এসেছে, একদিকে তিনি অবাক হলেন, অন্যদিকে ভীত হয়ে পড়লেন। তিনি তাদের বলেছিলেন, তিন দিনের মধ্যে আল্লাহর আজাব আসবে, কিন্তু সেই আজাব সরে গেছে। তারা তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে হত্যা করতে পারে। সে সময়ে মিথ্যা বলার শাস্তি ছিল হত্যা। এ আশঙ্কায় তিনি দেশে না ফিরে দূর দেশে যাওয়ার জন্য মানুষবোঝাই একটি নৌকায় চড়ে বসলেন। নৌকা মাঝনদীতে পৌঁছামাত্র প্রচণ্ড ঝড় শুরু হলো। প্রবল ঢেউয়ে নৌকা ডুবে যাওয়ার উপক্রম হলো। অবস্থা বেগতিক দেখে মাঝি বললেন, মালিকের অবাধ্য হয়ে এই নৌকায় কেউ উঠেছে। এমন কেউ থেকে থাকলে তাকে নদীতে ফেলে দিতে হবে। না হলে অন্য যাত্রীরা এই বিপদ থেকে রক্ষা পাবে না। যাত্রীদের মধ্যে লটারি করা হলো। তিনবার লটারি করা হলে প্রতিবারই হজরত ইউনুস (আ.)-এর নাম এল। হজরত ইউনুস (আ.) তখন নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। একটি বিশালদেহী মাছ এসে তাঁকে গিলে ফেলল। মাছটির প্রতি আল্লাহর নির্দেশ ছিল, হজরত ইউনুস (আ.)-এর যেন কোনো ক্ষতি না হয়।
মাছের পেটে গিয়ে হজরত ইউনুস (আ.) একটি দোয়া পড়ে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইলেন। ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। সেটিই দোয়া ইউনুস নামে পরিচিত। তিনি বললেন, 'লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাজ জোয়ালিমিন।' (সুরা আম্বিয়া, আয়াত: ৮৭)
অর্থাৎ 'হে আল্লাহ তুমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তুমি পবিত্র মহান, আমি তো সীমালঙ্ঘনকারী।'
এই দোয়ার ফলে মাছের পেট থেকে আল্লাহ তাঁকে মুক্তি দেন। কোরআনে আছে, 'সে যদি আল্লাহর মহিমা আবৃত্তি না করত, তাহলে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত তাকে মাছের পেটে থাকতে হতো।' (সুরা সাফফাত, আয়াত: ১৪৩-১৪৪)
কিছুদিন পর মাছটি হজরত ইউনুস (আ.)-কে নদীতীরে উগড়ে ফেলে দিল। আল্লাহ সেখানে তাঁর শারীরিক প্রশান্তির জন্য একটি লতাবিশিষ্ট গাছ উদ্গত করে দেন। কোরআনে আল্লাহ বলেন, 'তারপর ইউনুসকে আমি তৃণহীন প্রান্তরে ফেলে দিলাম, তখন সে অসুস্থ ছিল। পরে তাকে ছায়া দেওয়ার জন্য আমি একটি লাউগাছ গজালাম।' (সুরা সাফফাত, আয়াত: ১৪৫-১৪৬)
যেকোনো বিপদে পড়লে আল্লাহর সাহায্য ও আশ্রয় কামনা করতে হয়।
হজরত সাদ (রা.)-এর বরাতে একটি হাদিস পাওয়া যায়।
রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, জুননুন ইউনুস (আ.) মাছের পেটে দোয়া করেছিলেন, লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাজ জোয়ালিমিন। কোনো মুসলমান যখনই এই দোয়া পড়ে, আল্লাহ অবশ্যই তার দোয়া কবুল করে থাকেন। (তিরমিজি, হাদিস: ৩৫০৫)

প্যারিস অলিম্পিক

সেই ফ্রান্সকেই প্রতিপক্ষ হিসেবে পেল আর্জেন্টিনা

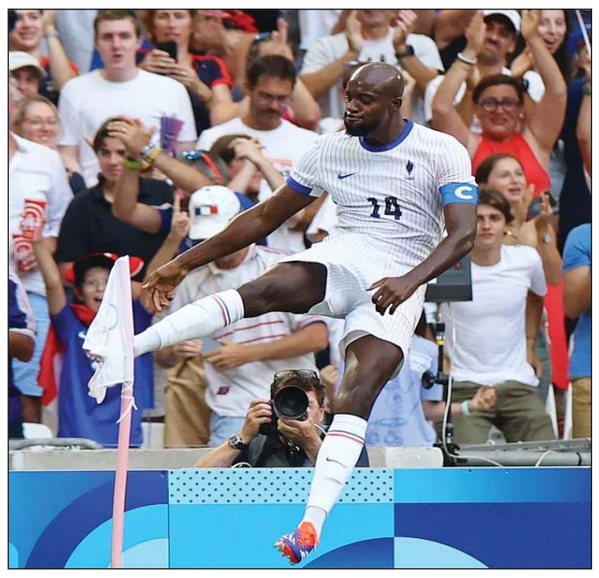

আপনজন ডেস্ক: ফ্রান্স অলিম্পিক ফুটবল দলের অধিনায়ক জ্যঁ-ফিলিপে মাতেতা তাহলে আর্জেন্টিনাকে একরকম হুমকিই দিয়ে রাখলেন!
দেওয়ারই তো কথা। আর্জেন্টিনা দলের খেলোয়াড়, সমর্থক থেকে শুরু করে দেশটির ভাইস প্রেসিডেন্ট–কোপা আমেরিকা জয়ের পর ফ্রান্স দলকে নিয়ে তাঁরা যেভাবে অপমানজনক ও বর্ণবিদ্বেষী ভাষায় গান গেয়েছেন ও মন্তব্য করেছেন, তাতে ফরাসিদের ক্ষোভে ফেটে পড়াই স্বাভাবিক।
বিতর্কিত কর্মকাণ্ড নিয়ে এরই মধ্যে ফ্রান্স সরকারের কাছে ক্ষমাও চেয়েছে আর্জেন্টিনা সরকার। কিন্তু ক্ষোভের আগুন কি এত সহজে নেভে! যাদের সঙ্গে বিবাদ, এবার তাদের যদি ঘরের মাঠে প্রতিপক্ষ হিসেবে পাওয়া যায়, তাহলে সবকিছুর উচিত জবাব দেওয়ার মোক্ষম সময় তো এটাই। সেই সুযোগ পেয়েই গেল ফ্রান্স। ২০২২ কাতার বিশ্বকাপের ফাইনালে খেলা আর্জেন্টিনা-ফ্রান্স এবার প্যারিস অলিম্পিক ফুটবলের কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি। আগামী শুক্রবার রাতে বোর্দোয় সেমিফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে মুখোমুখি হবে দুই দল।
মার্শেইয়ে গতকাল রাতে নিউজিল্যান্ডকে ৩-০ গোলে হারিয়ে 'এ' গ্রুপের শীর্ষ দল হিসেবে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে স্বাগতিকেরা। লিওঁতে এর আগে আর্জেন্টিনা ২-০ গোলে ইউক্রেনকে হারিয়ে 'বি' গ্রুপ থেকে শেষ আটে জায়গা করে নিয়েছে। তবে আর্জেন্টিনা হয়েছে গ্রুপ রানার্সআপ; গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মরক্কো। দুই দলেরই পয়েন্ট ও গোল পার্থক্য সমান হলেও মুখোমুখি দেখায় আশরাফ হাকিমিদের কাছে নাটকীয়ভাবে ২-১ গোলে হেরে গিয়েছিলেন হুলিয়ান আলভারেজ-নিকোলাস ওতামেন্দিরা। এ কারণে 'বি' গ্রুপের রানার্সআপ হিসেবে হাভিয়ের মাচেরানোর দলকে শেষ আটে খেলতে হচ্ছে 'এ' গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন থিয়েরি অঁরির ফ্রান্সের বিপক্ষে।
নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে কাল প্রথম গোলটি ফ্রান্স অধিনায়ক মাতেতাই করেছিলেন। সব মিলিয়ে অলিম্পিক ফুটবলে বেশ ছন্দেই আছে ফরাসিরা। তিন ম্যাচে দলটি করেছে ৭ গোল; বিপরীতে গোল খায়নি একটিও। কোয়ার্টার ফাইনালে তাই আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে থেকেই খেলতে যাচ্ছে স্বাগতিকেরা। আর প্রতিপক্ষ যখন আর্জেন্টিনা, তখন ফরাসিদের আরও তেতে থাকার কথা।
মাতেতা কাল সে কথাই বলেছেন, 'সম্প্রতি যা ঘটেছে, ফ্রান্সের সবাই তাতে আক্রান্ত হয়েছি। তাই এবার আমরা দেখব কোয়ার্টার ফাইনালে কী হয়।' তবে আর্জেন্টিনাকে সমীহও করছেন ইংলিশ ক্লাব ক্রিস্টাল প্যালেসের এই স্ট্রাইকার, 'আর্জেন্টিনা বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন এবং ওরা এমন একটা দল, যারা সব টুর্নামেন্টের ফাইনালে ওঠে। তবে আগে আমরা (নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে) জয় উদ্‌যাপন করব। এরপর ওদের বিপক্ষে ম্যাচ নিয়ে ভাবব।'
কোপা আমেরিকা, ফিনালিসিমা, বিশ্বকাপ, কোপা আমেরিকা–গত তিন বছরে চারটি শিরোপা জেতার পর আর্জেন্টিনার চোখ এখন প্যারিস অলিম্পিকের সোনার পদকে। ২০০৪ ও ২০০৮ সালে টানা দুবার অলিম্পিক ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল দলটি।
এরপর সোনা দূরে থাকা, তারা আর কোনো পদক পায়নি। ১৬ বছরের আক্ষেপ এবার ঘোচাতে চান হুলিয়ান আলভারেজ। কাল ইউক্রেনকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার পর ম্যানচেস্টার সিটির এই আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড স্বদেশি ক্রীড়াবিষয়ক টিভি চ্যানেল টিওয়াইসি স্পোর্টসকে বলেছেন, 'আমরা হার দিয়ে শুরু করেছিলাম। সেই হার নিয়ে সত্যিই খুব রাগান্বিত ছিলাম। এরপর আমরা দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছি। ফ্রান্স স্বাগতিক। তাই আমরা জানি ওদের বিপক্ষে খেলার অর্থ কী। তবে ফাইনালে যেতে হলে আমাদের সামনে যারাই পড়বে, তাদেরকেই হারাতে হবে।'
আর্জেন্টিনা ও ফ্রান্স ভিন্ন মহাদেশের দল হওয়ায় তাদের খুব একটা দেখা হয় না। দল দুটি সর্বশেষ মুখোমুখি হয়েছিল ২০২২ কাতার বিশ্বকাপ ফাইনালে। লুসাইলের সেই ফাইনালে ফ্রান্সকে টাইব্রেকারে হারিয়ে ৩৬ বছর পর বিশ্বকাপ জেতে আর্জেন্টিনা। এরপরই আর্জেন্টিনার সমর্থকেরা ফ্রান্স দলকে নিয়ে অপমানজনক ও বর্ণবিদ্বেষী ভাষা ব্যবহার করে গানটি গাইলে দুই দেশের সম্পর্কের অবনতি হয়।
সেই গানে ফ্রান্সের তারকা স্ট্রাইকার ও বর্তমান অধিনায়ক কিলিয়ান এমবাপ্পেকে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করা হয় এবং আরও কয়েকজন ফরাসি খেলোয়াড়কে 'অন্য দেশ থেকে আগত' সম্বোধন করা হয়। আর্জেন্টিনার গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্তিনেজ এমবাপ্পের জন্মদিনে তাঁকে নিয়ে বিদ্রূপও করেন। সে সময়ও ঘটনার নিন্দা জানিয়ে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনকে (এএফএ) চিঠি পাঠিয়েছিল ফ্রেঞ্চ ফুটবল ফেডারেশন (এফএফএফ)। ফ্রান্সের ক্রীড়ামন্ত্রীও মার্তিনেজের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেন।
এবার আর্জেন্টিনা কোপা আমেরিকা জয়ের পর দলটির মিডফিল্ডার এনজো ফার্নান্দেজ টিম বাসে সেই গান গেয়ে পুরোনো বিতর্ককে নতুন করে উসকে দেন। শুধু তা-ই নয়, ফার্নান্দেজকে সমর্থন জানিয়ে আর্জেন্টিনার ভাইস প্রেসিডেন্ট ভিক্তোরিয়া ভিয়ারুয়েল ফ্রান্সকে 'ঔপনিবেশিক' ও 'দ্বিচারী' রাষ্ট্র বলেন।
ফার্নান্দেজের বর্ণবিদ্বেষী গান নিয়ে সমালোচনা শুরু হলে তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ক্ষমা চেয়ে নেন। ফরাসি দূতাবাসে এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাকে পাঠিয়ে ভাইস প্রেসিডেন্ট ভিয়ারুয়েলের পক্ষ থেকে ক্ষমা চায় আর্জেন্টিনা সরকারও। আর্জেন্টাইন প্রেসিডেন্ট হাভিয়ের মিলেই ফরাসি প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁর আমন্ত্রণে প্যারিস অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেও হাজির হন।
তবে দুই দেশের সম্পর্কের অবনতি যেহেতু ফুটবল থেকেই শুরু হয়েছে, তাই এবার হয়তো অলিম্পিক ফুটবলেই এর শেষ দেখে ছাড়বে আর্জেন্টিনা-ফ্রান্স।

বোলার সূর্যকুমার ও রিংকুর উপর ভর করেই অবিশ্বাস্য জয়

আপনজন ডেস্ক: সূর্যকুমার যাদবের নিশ্চয়ই মাথা খারাপ! ক্রিকেট ভক্তরা এমনটা ভাবলে তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। ম্যাচের এমন সময়ে রিংকু সিংয়ের হাতে বল তুলে দেয় কেউ! সেটিও কখন, শ্রীলঙ্কার যখন ৬ উইকেট হাতে রেখে ১২ বলে ৯ রান দরকার। কিন্তু আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে কখনো বল হাতে নেওয়া সেই রিংকুই খেল দেখালেন। লঙ্কান ইনিংসের ১৯তম ওভারে অফ স্পিনে মাত্র ৩ রান দিয়ে তুলে নিলেন কুশল পেরেরা (৩৪ বলে ৪৬) ও রমেশ মেন্ডিসের (৬ বলে ৩) উইকেট।
শ্রীলঙ্কার সমীকরণ তখন ৬ বলে ৬ রানের, হাতে উইকেট ৪টি। সূর্যকুমার আবারও অন্যরকম চিন্তা করলেন। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারের প্রথম ৭০ ম্যাচে একটি বলও না করা ভারত অধিনায়ক নিজেই হাতে তুলে নিলেন বল। রিংকুর মতো অফ স্পিন করে দ্বিতীয় বলে কামিন্দু মেন্ডিসকে থার্ড ম্যানের দিকে রিংকুর ক্যাচ বানানোর পরের বলেই মহীশ তিকশানাকে উইকেটের পেছনে ক্যাচ দিতে বাধ্য করে হ্যাটট্রিকের সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন সূর্যকুমার। হ্যাটট্রিক অবশ্য হয়নি। লঙ্কানরা শেষ তিন বলে ৫ রান তুলে টাই করে ম্যাচটিকে টাই করে শুধু

টি-টোয়েন্টি সিরিজ

সুপার ওভারেই নিতে পারে। সেই সুপার ওভারে ৪ বলের মধ্যে ১ রান তুলেই আউট দুই লঙ্কান ব্যাটসম্যান। ওভারটি করেছিলেন ওয়াশিংটন সুন্দর। রান তাড়ায় নেমে প্রথম বলের তিকশানাকে চার মেরে দলকে জিতিয়ে দিলেন সূর্যকুমার। আর তাতে তিন ম্যাচের সিরিজে শ্রীলঙ্কাকে ধবলধোলাই করল বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা।
প্রথম দুই ম্যাচ জিতেই সিরিজ জিতে নিয়েছিল ভারত। পাল্লেকেলেতে মঙ্গলবারের ম্যাচে শ্রীলঙ্কা-ভারতের শেষ টি-টোয়েন্টিটা ছিল নিছকই আনুষ্ঠানিকতার। বৃষ্টিতে দেরিতে শুরু হওয়া সেই ম্যাচটাই শেষ হলো অবিশ্বাস্য নাটকীয়তায়।
টসে জিতে ফিল্ডিং নিয়ে ভারতকে ১৩৭ রানে আটকে রাখে লঙ্কানরা। ৯ উইকেট হারিয়ে এই রান করে ভারতীয়রা। ভারতকে রানের চাকা আটকে রাখতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখেন মহীশ তিকশানা। ৪ ওভারে ২৮ রান দিয়ে ৩ উইকেট নিয়েছেন শ্রীলঙ্কান এই অফ স্পিনার। এ ছাড়া সাবেক অধিনায়ক ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ২৯ রান দিয়ে নিয়েছেন ২ উইকেট।
১১ রানে প্রথম উইকেট হারানো ভারত তৃতীয় উইকেট খোয়ায় চতুর্থ ওভারের প্রথম বলে ১৪ রানে। দলের রানটা ৫০ না হতেই আউট অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব (৮) ও অলরাউন্ডার শিবম দুবেও (১৩)। ৪৮ রানে ৩ উইকেট হারানোর পর ষষ্ঠ উইকেটে ৫৪ রানের জুটি গড়েন শুবমান গিল ও রিয়ান পরাগ। ওপেনার গিল ৩৭ বলে করেন ইনিংস সর্বোচ্চ ৩৯ রান। ১৮ বলে ২৬ রান করেছেন পরাগ। এরপর আটে নেমে ১৮ বলে ২৫ রান করেন ওয়াশিংটন সুন্দর। রান তাড়ায় শ্রীলঙ্কার প্রথম দুই জুটিই দলকে এনে দেন ১১০ রান। এরপর শেষের ওই নাটক। কুশল পেরেরার ৪৬ ছাড়া বলার মতো রান পেয়েছেন কুশল মেন্ডিস (৪১ বলে ৪৩) ও পাতুম নিশাঙ্কা (২৭ বলে ২৬)। দুদল এরপর খেলবে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। যে সিরিজের প্রথম ম্যাচ শুক্রবার কলম্বোয়।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে আফগানিস্তানের ঐতিহাসিক সিরিজ

আপনজন ডেস্ক: আইসিসির টুর্নামেন্টে একে অন্যের মুখোমুখি বেশ কয়েকবারই হয়েছে আফগানিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা। তবে কখনো দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলা হয়নি দুই দলের। অবেশেষে সেই অপেক্ষার অবসান হতে যাচ্ছে। আগামী সেপ্টেম্বরে শারজায় দ্বিপক্ষীয় সিরিজে মুখোমুখি হবে আফগানিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা। তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের আয়োজক আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (এসিবি) হবে এমনটা নিশ্চিত করেছে ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকা (সিএসএ)। বিবৃতিতে তাই দ্বিপক্ষীয় সিরিজটিকে ঐতিহাসিক সিরিজ বলে জানিয়েছেন সিএসএর সভাপতি লওসন নাইডু। তিনি বলেছেন, 'আফগানিস্তানের সঙ্গে ঐতিহাসিক ওয়ানডে সিরিজ শুরু করতে পেরে আমরা আনন্দিত। ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপ ও সম্প্রতি ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে নিজেদের সামর্থ্য দেখিয়েছে। ক্রিকেটীয় দৃষ্টিতে এটি একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। আগামীতে দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বী ও বিনোদনমূলক সিরিজ উপহার দেওয়ার জন্য মুখিয়ে আছি।' আগামী ১৮ থেকে ২২ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সিরিজটি হবে। তবে তিন ম্যাচের সিরিজটি এফটিপির অন্তর্ভুক্ত নয়।
এখন পর্যন্ত সব মিলিয়ে ৫ ম্যাচ খেলেছে দুই দল। ৩টি-টোয়েন্টির বিপরীতে ২ ওয়ানডে। ২০১০ সালে প্রথমবার মুখোমুখি হয় দুই দল। আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ শেষেই আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে আবুধাবিতে ২টি টি-টোয়েন্টি ও ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলবে প্রোটিয়ারা।

রিয়ালের 'তুর্কি মেসি' গুলেরকে কেন বাকিদের চেয়ে আলাদা মনে করেন ক্রুস

আপনজন ডেস্ক: জিএ মুহূর্তে যেসব তরুণ তুর্কিকে আগামী দিনের তারকা ভাবা হচ্ছে, আরদা গুলের তাঁদের অন্যতম। রিয়াল মাদ্রিদ ও তুরস্কের হয়ে এরই মধ্যে নিজের সামর্থ্যের ঝলক দেখিয়েছেন ১৯ বছর বয়সী এই অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার। এমনকি তাঁকে ডাকাও হয় 'তুর্কি মেসি' বলে।
গুলের রিয়ালের হয়ে যখনই মাঠে নেমেছেন, নিজের প্রতিভার প্রমাণ রেখেছেন। আর ইউরোতে তুরস্কের জার্সিতেও গুলের ছিলেন উজ্জ্বল। গোল করে নজর কাড়ার পাশাপাশি দলের খেলাতেও তাঁর অবদান ছিল অনন্য।
নিজের সামর্থ্যের কারণেই আগামী মৌসুমে রিয়ালের নায়ক হয়ে ওঠার সুযোগ আছে গুলেরের। ভিনিসিয়ুস জুনিয়র-এমবাপ্পে-বেলিংহাম-রদ্রিগোদের ভিড়ে অবশ্য সুযোগ যে খুব কম পাবেন, তা বলাই যায়। তবে অল্প সুযোগ কাজে লাগিয়ে আকর্ষণ কেড়ে নেওয়ার মতো দক্ষতা তাঁর আছে।
সম্প্রতি গুলেরের সামর্থ্য নিয়ে কথা বলেছেন সদ্য রিয়ালকে বিদায় বলা কিংবদন্তি টনি ক্রুস। সাবেক এই জার্মান মিডফিল্ডার মনে করেন, গুলের এই সময়ের তরুণদের চেয়ে আলাদা। তাঁর মতো খেলোয়াড় এ মুহূর্তে বিশ্ব ফুটবলে খুব বেশি নেই বলে মন্তব্যও করেছেন ক্রুস।
গুলেরকে নিয়ে ক্রুস বলেছেন, 'আরদাকে (গুলের) যা অন্য তরুণ খেলোয়াড়দের চেয়ে আলাদা করে, সেটা হচ্ছে তরুণ খেলোয়াড় হিসেবে সে শেখার জন্য মনের দ্বার উন্মুক্ত রাখে। সে আসার পর থেকে আমরা অনুশীলনের আগে ও পরে যা করি তাতে, অনেক মনোযোগ দেয়। এমন খেলোয়াড় খুব বেশি নেই।'
ক্রুসকে কেন এত ভালো লাগে, তাঁর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ক্রুস আরও বলেন, 'সে সত্যিই অনেক শিখতে চায় এবং উন্নতি করতে চায়। তার ফিনিশিং এবং শুটিং অবিশ্বাস্য। অনুশীলনের প্রথম সেশন থেকেই আমরা তা লক্ষ করেছি।'

ট্রাই নেশন কাপ ক্যারাটেতে সাফল্য মুর্শিদাবাদের

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: কোচবিহার জেলার কোচবিহার রাজবাড়ি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হলো ট্রাই নেশন কাপ ওপেন ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৪, আয়োজক ছিলো কোচবিহার জেলা ক্যারাটে ক্রীড়া সংস্থা, ভারত-নেপাল ও ভুটান এই তিনটি দেশের প্রায় ৫০০ ক্যারাটে খেলোয়াড় এই চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করে, ভারত সরকারের কস্তুরবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ের অধীন মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন হাই স্কুল থেকে মেয়েরা এই চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করে এবং নজর কাড়া সাফল্য অর্জন করে। কাতলামারি হাই স্কুলের লাবনী খাতুন কাতার ইভেন্টে সিলভার মেডেল, মাতরোজা সুলতানা কুমিতে ইভেন্টে গোল্ড মেডেল, জেবিমা সুলতানা কুমিতে ইভেন্টে ব্রঞ্জ মেডেল অর্জন করে। কাটাখালি পুঠিয়া হাই স্কুলের আয়েশা সিদ্দিকা কাতা ইভেন্টে গোল্ড মেডেল, স্নেহা ইয়াসমিন সিলভার মেডেল, নাজমিন সুলতানা, শবনাজ সুলতানা, শারমিন সুলতানা, ব্রঞ্জ মেডেল, নাসরিন খাতুন সিলভার মেডেল অর্জন করে।
ধুলিয়ান বনি চান্দ আগারওয়াল বালিকা বিদ্যালয়ের রিম্পা মন্ডল, প্রিয়াঙ্কা মন্ডল, রঞ্জনা মন্ডল কাতা ইভেন্টে গোল্ড মেডেল, চৈতালি মন্ডল সিলভার মেডেল, বর্ষা মন্ডল সঙ্গীতা মন্ডল ব্রঞ্জ মেডেল অর্জন করে।
নিউ ফরাক্কা হাইস্কুলের বর্ষা মন্ডল ও নুরনিহার খাতুন যথাক্রমে কাতা ও কুমিতে ইভেন্টে সিলভার মেডেল, এবং যুথিকা কিস্কু কাতা ইভেন্টে গোল্ড মেডেল এবং রোকিয়া খাতুন ব্রোঞ্জ মেডেল জয় লাভ করে।
জয়ী এই কিশোরীদের কোচ তথা ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশন অফ মুর্শিদাবাদের প্রেসিডেন্ট শিহান দেবাশিস মন্ডল বলেন এই কিশোরীরা খুব ভালো ফল করেছে, ভবিষ্যতে আরো ভালো জায়গায় খেলবে, এই চ্যাম্পিয়নশিপে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক সুব্রত দত্ত, নেপালের শিহান শ্যাম রাই প্রমুখ।

ক্যারিবীয় অঞ্চলের সর্বোচ্চ সম্মাননা পেলেন ক্লাইভ লয়েড

আপনজন ডেস্ক: ক্রিকেটে প্রথম অধিনায়ক হিসেবে টানা দুটি বিশ্বকাপ জিতেছেন ক্লাইভ লয়েড। ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে কীর্তি গড়া এই কিংবদন্তি এবার ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। 'অর্ডার অব দ্য ক্যারিবিয়ান কমিউনিটি (ওসিসি)' পুরুস্কারে ভূষিত হয়েছেন তিনি। গ্রেনাডায় কনফারেন্স অব হেডস অব গভর্নমেন্ট অব দ্য ক্যারিবিয়ান কমিউনিটির (কারিকম) ৪৭তম সম্মেলনে লয়েডকে ওসিসি পুরস্কার প্রদান করা হয়।
এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজের সভাপতি ড. কিশোর শ্যালো বলেছেন,' পুরস্কারটি এমন একজনের দেওয়া হয়েছে, যিনি শুধু ক্রিকেট মাঠের উৎকর্ষের প্রতীক নন, ক্যারিবিয়ান এবং বিশ্বের নেতৃত্ব ও অনুপ্রেরণার স্তম্ভ। ক্রিকেটে স্যার ক্লাইভের অবদান এবং খেলাটির উন্নয়নে তাঁর নিবেদন সত্যিই অতুলনীয়।' লয়েডের অধীনে প্রথম দুই বিশ্বকাপ ১৯৭৫ ও ১৯৭৯ তে চ্যাম্পিয়ন হয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। দারুণ বিচক্ষণ এই অধিনায়ক ব্যাটার হিসেবেও দুর্দান্ত ছিলেন। সত্তর-আশির দশকের আক্রমণাত্মক ব্যাটার ছিলেন তিনি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে ১০০ টেস্ট খেলেছেন তিনি। লয়েডের অধীনে ৭৪ টেস্টের মধ্যে মাত্র ১২টি হেরেছে ক্যারিবিয়ানরা। ৭৯ বছর বয়সী কিংবদন্তি খেলা ছাড়ার পর কোচ, নির্বাচক ও ম্যাচ রেফারির দায়িত্বও পালন করেছেন।
এ ছাড়া গায়ানা স্বাস্থ মন্ত্রণালয়েও কাজ করেছেন তিনি। ২০১৯ সালে নাইটহুড সম্মানেও ভূষিত হয়েছেন লয়েড।

বার্সেলোনায় 'গার্দিওলার সিটি'কে চান ফ্লিক

আপনজন ডেস্ক: ঐতিহ্যে, সাফল্যে এখনো ম্যানচেস্টার সিটির চেয়ে বেশ এগিয়ে বার্সেলোনা। সিটির প্রিমিয়ার লিগে ১০ আর চ্যাম্পিয়নস লিগে ১ ট্রফির বিপরীতে বার্সেলোনার লা লিগায় ট্রফি ২৭টি, চ্যাম্পিয়নস লিগে ৫টি। তবে সাম্প্রতিক সাফল্য বিবেচনায় বার্সার চেয়ে ঢের এগিয়ে সিটি। টানা চারবারের প্রিমিয়ার লিগজয়ীরা গত পাঁচ বছরের মধ্যে জিতেছে সম্ভাব্য সব ট্রফিই।
বার্সেলোনার নতুন কোচ হান্সি ফ্লিক বলেছেন, তাঁর দল গার্দিওলার ম্যানচেস্টার সিটির মতো কাজ করতে চায়। আর সেটা দর্শনগত দিক থেকে, তবে অর্জনের পদ্ধতি হবে ভিন্ন। প্রাক্-মৌসুম পর্বে সিটির বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচের পর এ কথা বলেন তিনি।
মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় রাতে ফ্লোরিডার অরলান্ডোয় প্রীতি ম্যাচে মুখোমুখি হয় বার্সেলোনা-ম্যানচেস্টার সিটি। নির্ধারিত ৯০ মিনিটের খেলা ২-২ সমতায় শেষ হওয়ার পর টাইব্রেকারে ৪-১ ব্যবধানে জেতে বার্সা। ম্যাচে বার্সার হয়ে গোল করেন পাউ ভিক্টর (২৪তম মিনিট) ও পাবলো তোলে (৪৫+২)। দুই দফায় পিছিয়ে পড়া সিটিকে সমতায় ফেরান নিকো ও'রেইলি (৩৯) ও জ্যাক গ্রিলিশ (৬০)। ম্যাচ শেষে সিটির মতো দলের বিপক্ষে ভালো খেলায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করতে দেখা যায় ফ্লিককে, 'আমরা একসঙ্গে রক্ষণ সামলেছি, একসঙ্গে আক্রমণে গেছি। দল

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**